কৌতুক নাট্য

ও

বিবিধ কথা।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

১৯০১ খৃষ্টাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস।

মূল্য ১॥০ টাকা

কলিকাতা ১২৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ভারত যন্ত্রে, শ্রীনারায়ণচন্দ্র [illegible] দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে।

নব স্নেহ উপহার
স্নেহময়ি. রাণি,
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা জ্ঞানগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ
আমার যা বাণী,
সকলি তোমার কাছে
আদরের জানি।

কৌতুক নাট্য

লজ্জাশীলা !

ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ী। কৃষ্ণনগর ধরের শাড়ী শাখাপলা বস্ত্রপরিহিতা এবং নানালঙ্কারে বিভূষিতা দুই যুবতী, সিদ্ধেশ্বরী এবং নিধিমণি অন্তঃপুরে নির্জ্জন বারান্দায় বিশ্রম্ভালাপে রত।

সিধু। এমনো কালামুখী !

নিধু। মাইরি ! ছি ছি !

সিধু। ছিছি না ছি ছি ! লাজলজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে !

কামিনীর প্রবেশ।

কামিনী। কি হয়েছে মেজবৌ ! কার কথা বলছিস ?

সিধু। কামিনী যে ! এতক্ষণে কি আসতে হয় ? বোনঝির গায়ে-হলুদ সব করবি কর্ম্মাবি, না একেবারে বেলা পুইয়ে এলি !

নিধু। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার রং ফলিয়ে তুলবো লো ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস্‌নে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস সেই ভাল! চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে,

দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনি তোর কি মিষ্টি গলা ভাই! আমার সারাদিন শুন্‌তে ইচ্ছা করে।

বিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙ্গিন ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস। ছুটিয়ে না সাটিয়ে বলে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এইসব জুটিয়ে জাটিয়ে আনেন। যাহ'ক কার কথা তখন বলছিলি? বলনা? লাজলজ্জার মাথা কে খেয়েছে?

বিধু। এই বোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল।

কামিনী। কেন তার কি হয়েছে কি?

সিধু। হবে আর কি! যতদুর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে গাউন পরে এসেছে। মাগো আমরা ত সাতজন্মে পারিনে। দেখে অবধি গা কস্‌কস্ করছে, তাই সে ঘর থেকে উঠে এসেছি। (ঘাড় বাঁকাইয়া অবরোষ্ঠ ভঙ্গী করিয়া ঘৃণা প্রকাশ)

বিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্টে গেল!

কামিনী। সত্যি নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে! ওমা কোথায় যাব মা!

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা—

কামিনী। গায়ে জামা————তা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদিকিচ্ছি ঘোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায় ঘেন্নায় একেবারে মরে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন!

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! নিমন্ত্রণ বাড়ীতে এসেছ নীলাম্বরী পর, নেট পর, পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চলনা।

কামিনী। তা ভাই জামাজোড়া পরেছে—তাতে আর এমনি কি দোষ! আমার স্বামী আমার জন্যে একটী ফরমাস দিয়েছেন।

বিধু। সত্যি নাকি! একদিন প'রে আসিস দেখব। আমিও ত তাই বলি সেটা আর এমনি কি লজ্জার কথা।

সিধু। তবে যা তোরাও বিবি সাজগে, কুল উজ্জ্বল হয়ে থাক। আহা কি রূপখানাই খুলেছে, কি মানানটাই মানিয়েছে—মরে যাই আর কি!

বিধু। তা যদি বলিস, তাকে কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছে না ভাই।

সিধু। অমন ভাল দেখানোর কপালে আগুন। আহা কিবা রূপেরই শ্রী!

বিধু। তা ভাই, রূপটা তার মন্দ কি? সত্যি কথা বলতে কি তাকে জামাজোড়ায় সেজেছেও ভাল।

সিধু। (সক্রোধে) কালামুখী, বিকজীবনী, পোড়াকপাল তার রূপে! পোড়া কপাল তার সাজে!

কামিনী। অত রাগ করছিস কেন ভাই, জামাজোড়া পরলে এক রকম বেশ ত মানায়! এই তুই যদি পরিস তোকে বড় সরেস দেখতে হয়।

মধু। (আহ্লাদের হাসি হাসিয়া) তা ভাই উনিও ঐ কথা বল-

চ্ছেলেন যে আমাকে একদিন বিবি সাজিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। তবে কি জানিস যাদের রং তেমন পরিষ্কার নয়—

কামিনী। তা বই কি? তোমার চেহারায় গাউন কেন, চীনে চোগাও খাটে, তাই বলে দেশশুদ্ধ জ্যাকেট পরলে কি সাজবে?

সিধু। (উথলিত গর্ব্বে) কামিনি তুই এতদিন আসিস নি—তোর জন্যে এমন মন কেমন করত! চল ভাই ঘরের ভিতর একবার রঙ্গখানা দেখবি চল।

তিন জনের মজলিস গৃহে প্রবেশ।

সিধু। বলি ও শশীর বৌ! কতদিন এমন হোল!

বৌ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি হোল ঠাকুর ঝি?

সিধু। ন্যাকা আর কি! যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না!

বৌ। (সভয়ে) তা জানব না কেন? কিন্তু সত্যি বলছি আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

সিধু। আমরা যে তোকে বড় লাজুক মেয়ে বলে জানতুম, তোর মনে এই ছিল!

কামিনী। হায়! হায়! এমন কাজও তুই করলি!

বৌ। কেন আমি কি করেছি।

কামিনী। সর্ব্বনাশ লো সর্ব্বনাশ! এতদিন মেয়ে মানুষের মন চেনাই দায় ছিল, তুই যে অঙ্গচেনা পর্য্যন্ত দায় করে তুল্লি।

সিধু। (সিধুর গা টিপিয়া) বেশ বলেছে কামিনী!

সকলের হাস্য।

সিধু। বলি এমন পোষাক কবে ধরলি।

কামিনী। একেবারে যে বিবি লো!

বৌ। সলজ্জে, কি কর্‌ব ভাই, তিনি এরকম কাপড় না পরলে ছাড়েন না যে।

সিধু। তা আরো কত হবে! এর পরে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে আর ঘোমটা পর্য্যন্ত উঠবে না।

বৌ। তা কি কর্‌ব ভাই আমার শাশুড়ী আমাকে ঘোমটা দিতে দেন না। বলেন আমার মেয়ে নেই তুমি আমার মেয়ের মত কাছে বস কথা কও, এই সব।

কামিনী। সত্যি নাকি লো!

বিধু। একেবারে লোক হাসালি, পদার্থ আর রইলো না কিছু তোতে!

সিধু। কেন আমরা কি আর কথা কইনে? সেদিন বাপের বাড়ী যেতে ঠাকরুণ বারণ করেছিলেন, আমি যে একটু সরে এসেই কত ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলুম্—তাই বলে কি ঘোমটা খুলতে গিয়েছিলুম না কাছে বসে বেহায়ার মত গল্প করতে গিয়েছিলুম? সবাইত তাই বলে ওবাড়ীর মেজ বৌয়ের লজ্জাটা বড় বেশী—।

সকলে। তা সত্যি, তা সত্যি!

বৌ। ছি ঠাকুরঝি তুমি শাশুড়ীকে অমন করে বল্লে? তাতে তোমার লজ্জা হোল না?

সিধু। কি লজ্জাবতী গা, ঘোমটা খুলে মেম সাজতে লজ্জা হোল না আর যত লজ্জা ওনার এর বেলা। তোর মত যেদিন নির্লজ্জ বেহায়া হব সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

বৌ। (স্বগত) বটে জামা পরলেই যত মেম সাজা হয়! আর উনি যে মুখে এক রাশ রুজ পাউডার মেখেছেন তাতে কোন দোষ হোল না—দাঁড়াও না, জব্দ কর্‌ছি। (প্রকাশ্যে) ঠাকুরঝি অত রেগো

নাগো, লালগাল আরো লাল হয়ে উঠবে। সত্যি সত্যি তোমার গাল দুটো অত লাল দেখাচ্ছে কেন? পিঁপড়ে কামড়েছে নাকি?

সিধু। মরণ, পিঁপড়ে কামড়াবে কেন? আমার গাল দুটো ভাই অমনি লালপানা, তোর ঠাকুরজামাই ত সর্ব্বদাই বলেন গাল নয়ত যেন গোলাপ ফুল!

কামিনী। আহা আমাদের যদি ঐ রকম হোত?

সিধু। গাল?

বৌ। না স্বামী?

কামিনী। ওলো দুইলো দুই,—যার গাল লাল তার স্বামী আপনা হতেই বশ, আর যার স্বামী বশ তার গাল—

সিধু। (সগর্ব্বে)—তা সাধ যায় বই কি?

বৌ। (সিধুর নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে) তা ভাই মুখে তোর খড়িপানা ওকি লেগেছে? মুছিয়ে দেব!

সিধু। (স্বগতঃ) এই যা মজালে, সব দেখছি ফাঁশ হয়ে যাবে। (তাড়াতাড়ি বৌয়ের কানে কানে) চুপ কর। ওভাই এক রকম গুঁড়ো মাখলে স্বামী বশ হয়, কাউকে বলিস্‌নে; আমি তোকে এক কৌটো পাঠিয়ে দেব এখন। আর তুই ভাই আমাকে একটা তোর জামার নমুনা পাঠিয়ে দিস বুঝলি? দেখিস ভুলিস্‌নে মাথা খাস্।

উক্ত নক্সাটি ১২৯২ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে শাড়ির সহিত একটি সুদর্শন জ্যাকেট এবং অঙ্গাবরণ পরিধান এখন আর লজ্জার কথা নহে। কিন্তু তখন যিনি দুঃসাহসী হইয়া উক্তরূপ সুরুচি সঙ্গত শোভন বেশভূষায় অঙ্গাবরণ প্রয়াসী হইতেন তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যাস্পদ হইতে হইত।

বৈজ্ঞানিক বর।

(দৃশ্য বাসর গৃহ, মসনদের উপর কন্যার পার্শ্বে গ্র্যাজুয়েট বর; নিকটে যুবতীগণ আসীন।)

প্রথম যুবতী। (বরের প্রতি) বলি কিগো অমন ধারা চুপ করে বসে রইলে কেন? সেই অবধি বকাবকি করে মলুম, মুখে যে একটা রা নেই।

দ্বি। রা আর থাকবে কি ক'রে গো? ফুলির আমাদের যে চাঁদপানা সোনার মুখ, তাই দেখেই অবাক হয়ে গেছে।

বর। কি বল্লেন, চাঁদপানা সোনার মুখ? (একটু হাসিয়া) আপনি যে অত্যন্ত রুচি বিরুদ্ধ তুলনা করলেন! চাঁদপানা সোনার মুখত কই কোথাও পড়িনি। (চিন্তিত ভাবে) বায়রণ, স্কট, শেলি, টেনিসন, কই কোথাও Moon-face আছে বলে ত মনে পড়চে না; আর সোনার মুখ—Why that's absurd! Golden face—সোনার মুখ হয় না—তবে Golden hair—সোনার চুল হয় বটে।

তৃ। ওমা কেমন কানা বর গা; মেয়ের অমন সোনাপানা মুখ তাও সোনা নয়, অমন কাল কুচকুচে চুল তাও বলে সোনারঙের! একি কথা গা! এতরূপও কি পসন্দ হোলনা না কি?

প্র। না গো না, বর তা বলছে না, বরের তোদের ইংরাজি পসন্দ, বর সোনা মুখ চায় না, সোনাচুল চায়।

---

* ১২৯২ ভারতী।

চ। ওমা সত্যি নাকি? হ্যাঁ গা তবে কি আমাদের বুড়ঝি হারার মাকে এনে তোমার পাশে বসিয়ে দেব নাকি! ফুলির আমাদের কাল চুল বলে কি মনে ধরলো না?

বর। (একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) মনে ধরা—পসন্দ হওয়া; যার সঙ্গে এক মিনিট বসে কোর্টসিপ করতে পাইনি—তাকে মনে ধরেছে বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইংরাজদের কিন্তু এমন নিয়ম বড় ভাল।

প্র। কেন ইংরাজদের কোর্টসিপের বিয়েতেও ত ঝগড়া ঝাঁটি ছাড়াছাড়ির অভাব দেখিনে।

বর। সে কি জানেন,—সে ভাল মন্দ। যাক্ আপনারা প্রথমে আমাকে যে প্রশ্ন করছিলেন—তার উত্তর দিই। আপনারা জিজ্ঞাসা করছিলেন, যে আমি চুপ করে আছি কেন? তার উত্তর এই যে, পরশু দিন আমার একটা এনগেজমেণ্ট আছে, টাউন হলে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটা লেকচার দিতে হবে, আমি সেই বিষয় ভাবছিলুম।

প্র। তা কি লেকচারটা দেবে শুনি—আমাদের কাছে একটা নমুনা দিয়ে যাও।

বর। তা উচিত কথা ছাড়া আর কি বলব? দেখুন দেখি—দশ বৎসরের বালিকা আজ তার বিবাহ, কাল সে বিধবা! কাল হ'তে একাদশীর দিনে সে মুখে এক ফোঁটা জলও ঠেকাতে পারবে না, কোন দিন সাধ করে একখানা রংকরা কাপড়ও পরতে পারবে না, আর বড় হয়ে সে যদি কোন সুপুরুষের loveএ পড়ে গেল—যেটা হওয়া খুবই সম্ভব—তা হলে তাদের দুজনের মিলনের পর্য্যন্ত আর কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। দেখুন দিকি এই শেষ ব্যাপারটী কতদূর শোচনীয়। আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমার উইলে আমি স্পষ্টাক্ষরে

এই কথাগুলি লিখে যাব যে যদি আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেন তবেই আমার ধনের অধিকারিণী হবেন, তা না হলে এক কানাকড়িও পাবেন না।

প্র। তা যদি বল তবে তোমার স্ত্রী দোরে দোরে বরফ ভিক্ষা মেগে বেড়াবে।

তৃ। নে ভাই নে, তোদের পণ্ডিতে পণ্ডিতে এখন ব্যাখ্যা রাখ, বর একটা গান বলত ভাই।

কন্যার মাতার প্রবেশ।

মাতা। এস বাছা খাওসে। তোরা এখন ঠাট্টা রাখ।

বরকে লইয়া আহারের স্থানে গমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আহারান্তে বর আবার মসনদে উপবিষ্ট।

তৃ। নাও ভাই বর এবার একটা গান শোনাও।

বর। আমি আপনাদের অজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই মাত্র আহার করে এলুম এরই মধ্যে গান! স্বাস্থ্যের প্রতি কি আপনাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

চ। এ বরত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলে। মেজদিদি তোরা সবাই মিলে দুটো ঠাট্টা তামাসার কথা ক।

দ্বি। (তৃতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) বলি একটা পানটান সেজে নিয়ে আয়—ঠাট্টাও করতে ছাই শিখ্‌লিনে। (তৃতীয়ার প্রস্থান)।

বর। জীবনটা কি ঠাট্টা তামাসার? যে সারাদিন ঠাট্টা তামাসা ক'রে কাটাতে হবে? যত দিন আমাদের দেশে Serious scientific spirit—

(তৃতীয়ার পান হস্তে প্রবেশ ও বরের হস্তে পান প্রদান করিয়া)।

তৃ। নাও কথা কইতে কইতে মুখ শুকিয়ে এসেছে, পানটা খেয়ে কথা কও।

(পান খুলিয়া পানের দিকে বরের এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ)।

প্র। (সভয়ে দ্বিতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) এই বুঝি ধরে ফেলে! (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছ, পানটা খেয়ে ফেল না।

বর। (মুখ তুলিয়া) এমন কিছু নয়,—এই আগেই যা বলছিলুম, বাঙ্গালীদের যত দিন discovery করবার spirit না হবে, ততদিন কোন মতেই দেশের দুর্দ্দশা যাবে না। আমি যে দিন থেকে science পড়তে আরম্ভ করেছি, সেই দিন থেকে আমার ঐ দিকে লক্ষ্য।

প্র। তা পানের ভিতর আর কি discovery করবে ওটা খেয়ে ফেলো।

বর। (পান মুখে দিয়া) কিসে কখন কি discovery করা যায় তার কি ঠিক আছে? তাই জন্যইত যা কিছু হাতে পাই আমি পরীক্ষা করে দেখি। এই Dr. Koch জলের ভিতর সেদিন কলেরা জার্ম আবিষ্কার করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি শুকনো জিনিসের মধ্যেও সে জার্ম আছে—তাহলে ইণ্ডিয়ার কাছে তৎক্ষণাৎ ইয়োরপের মাথা হেঁট হয়ে যায়!

প্র। (হাসিয়া) তবে দেখছি—এবার তোমা হতেই ভারতটা উদ্ধার হ'য়ে গেল।

বর। (পান দোক্তা বোধে—মুখ বিকৃত করিয়া) একি সত্যিই এতে জার্ম্মটার্ম্ম কিছু আছে নাকি?—এমন ঠেকছে কেন?

। বরের মুখে কবিয়া পান নিক্ষেপ। যুবতীগণের সকলে মিলিয়া হাস্য।

বর। আপনারা একটু চুপ করুন, এ হাসির সময় নয়। গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। একি হোল! চারিদিকে যে অন্ধকার—মাথার ভিতর যে বোঁ বোঁ করে উঠলো। ভগবান এ কি করিলে! মৃত্যুর জন্য আজ বিবাহ শয্যায় বসাইয়াছিলে? প্রেয়সি—তোমার ও চাঁদ মুখ—সোনার মুখ আর যে কখনো দেখিতে পাইব না,—জন্মের শোধ যে আজ শেষ দেখা দেখিয়া চলিলাম—প্রাণেশ্বরি তুমি যে আজ বিধবা হইলে? এই শেষ দিনে একটি অনুরোধ করিয়া যাই, মাথা খাও আমার এই অন্তিম ভিক্ষাটি স্মরণ রাখিও, প্রেয়সি ইংরাজদের মত কখনো বিধবা বিবাহ করিও না, আমি চলিলাম কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথাটা তুমি পালন করিবে—এই আশা হৃদয়ে লইয়া চলিলাম।

প্র। (সশব্যস্তে) এ কি তোমার আবার একি হোল?

দ্বি। একি নাটক করে যে?

তৃ। ওমা এমন বেরসিক বরও ত কোথাই দেখিনি—পানে একটু চুন দিয়েছি, তা এত হেঙ্গাম!

বর। চুন দিয়েছেন? কখনই না। আমি জানি এ কলেরা জার্ম আর আমিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এখন মরিলাম বটে, কিন্তু আমার নাম চিরকালই পৃথিবীতে জাগিয়া থাকিবে।

দ্বি। এ কি তোমার মস্তিষ্ক খরলো যে—চুন নয়ত আবার কি?

বর। (মুখ নাড়িয়া দেখিয়া স্বগতঃ) তাইত চুনইত বটে, আমাকে দেখছি বড়ই মাটি করলে। কিন্তু আমি কি না মাটী হবার ছেলে—রোসো না! (প্রকাশ্যে) ঠাট্টা! আপনাদের ইয়ে—এই এক বিন্দুও

যদি বিজ্ঞান জ্ঞান থাকত তাহ'লে কি এরূপ ঠাট্টা করতে পারতেন ? কি হতে যে কখন কি হয় তা যাদের জ্ঞান নেই—

প্র। তা সত্যি কথা, তোমাকে নিয়ে যখন ধান ভান্‌তে আরম্ভ করি—তখন যে এমন শিবের গীত গাইতে হবে তা কি জানি ?

বর। সেটা আমার দোষ না আপনাদের ? সেই অবধি Science Philosophy বুঝিয়েও আপনাদের নীতি-বিরুদ্ধ ঠাট্টার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। Oh ! Byron how truly thou said,—'Philosophy and science I have essay'd but they availed not'; সমাজের মূল উচ্ছেদ ছাড়া এর প্রতিকার আর কি আছে ?

প্র। তা হলে বিধবার একাদশীটা পর্য্যন্ত উঠে যায় সেটা যেন মনে থাকে (সকলের হাস্য)

ভু। না আমাদের বর রসিক বটে, অনেক বিয়ে দেখেছি—কিন্তু এমন নাটক কেউ করেনি। ও কুলি দে তোর বরের গলায় একগাছ ফুলের মালা দিয়ে দে।

দ্বি। হাঁ এত কান্নাকাটির পর মধুর মিলন হোক্, দুই প্রাণে মিশে এক হয়ে যাক্—আমরা দেখি ?

বর। (স্বগত) আমাকে বড় মাটীটাই করেছে—এর শোধ এইবার তুলব। (প্রকাশ্যে) দেখুন—science না জানার কত দোষ, তা হলে আর আপনি এমন absurd কথাটা বলতে পারতেন না। একজন living being কি আর একজন living being এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে ? প্রকৃত পক্ষে ও কথা matter এর molecules সম্বন্ধেই খাটে, কেন না cohesion matter এর একটা property, একজন ইংরাজ মেয়ে হলে কখনো এরূপ বলতেন না—what a pity !

প্র। কেন—ইংরাজ মেয়ে ছাড়া অনেক ইংরেজপুরুষেও ত কবিতায় এরূপ কথার ছড়াছড়ি করে গেছেন।

বর। সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথাও আর বেশী দিন চলছে না। রেনা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—অল্প দিনের মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়া কবিতা টবিতা কিছু থাকবে না।

প্র। তখন না হয় বলব না?

বর। উঁহু এখনও বলতে পারেন না। ওতে অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ পড়ে। একটা গ্রহের যখন Centrifugal force কমে যায় তখন সূর্য্য Centripetal force দ্বারা তাকে টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে—কিন্তু মানুষত আর একটা গ্রহ নয়?

স্ত্রি। কোথাকার হতভম্বা বর,—এ সব আবার কি বকে?

ভৃ। একবার সোজা না করে দিলে চল্লোনা দেখছি—

প্র। আমরা জানি—হাতের জোরে—পিঠের জোর কমিয়ে ফেলতে পারলেই মানুষ গরুদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা যায়—পরীক্ষা দেখবে—?

(বরের পৃষ্ঠে চারিদিক হইতে মুষ্টি পতন)

বর। একি ভয়ানক! দোহাই আপনাদের—এ সব ছেড়ে আপনারা একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করুন, যদি বিজ্ঞানও না পড়েন—দর্শনগুলো,—গুলো না হ'ক—অন্ততঃ কাণ্টের দর্শনখানা জানা থাকলে এসব Nasty ব্যাপার হতে কেবল আমি না—সমাজ পরিত্রাণ পায়।

প্র। বটে, তা কানটেপার দর্শন আমরা বেশ জানি,—বিদ্যাটা দেখিয়ে দেব?

বর। (কানমলা খাইয়া) By Jove! রক্ষা করুন—জানলে কোন

হতভাগা বিয়ে করতে আসে। দোহাই তোমাদের যা হবার হয়েছে— এমন কর্ম্ম আর কখনো করব না।

দ্বি। বল করবে না—?

বর। কক্ষনো না, জন্মে না, নেহাত গণ্ডমূর্খ না হলে সে বিয়ে করতে আসে—রাম রাম!

প্র। তা বই কি, কিন্তু হাদে গণ্ডমূর্খ, বিয়েটা একবার করলে সে আর ফেরে না।

বর। গণ্ডমূর্খ! শেষে এও অদৃষ্টে ছিল!

চতুর্থ। না না গণ্ডমূর্খ না—পণ্ডিতমূর্খ। ও ফুলি তোর পণ্ডিত-মূর্খ বরকে একবার ফুলের মালাটা পরিয়ে দে, তোর বুদ্ধির একটু ভাগ পাক্।

(কনের হাতে মালা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বরের গলে মালা প্রদান)।

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) মশায়রা মাপ করবেন—বিয়েটা করে জীবনের মধ্যে একটা মূর্খমি করে ফেলেছি তাই বলে আর বেশী করতে পারছিনে।

(মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

দ্বি। কেন মালাতে আবার কি দোষ হোল? ওতে আবার সাপ বিছে আছে নাকি?

বর। কি আশ্চর্য্য! বিজ্ঞানের এই সামান্য সত্যটাও কি আপনাদের বোঝাতে হবে? ফুল থেকে Carbonic acid বলে রাত্রে একরকম গ্যাস বার হয়—সে সাপ বিছে হতেও ভয়ানক। রাত্রে ফুল ঘরে রাখাই উচিত নয়।

দ্বি। সে আবার কি জিনিস?

বর। By Heavens! সে এক রকম মন্দ বাতাস।

ভূ। মন্দ বাতাস কি ? ভূত নাকি ?

বর। তা ভূত বলতে পারেন—বাতাস পঞ্চভূতের এক ভূত।

প্র। তা তোমাকে দেখছি আগে থাকতে পঞ্চভূতেই পেয়ে বসেছে—একভূতে আর কিছু করতে পারবে না—মালাটা এখন পরে ফেল।

বর। সে কথা আর বলতে ! এখন ভূতগুলো ছাড়াতে না পারলেত আর প্রাণ বাঁচে না। আগে জানা ছিল, অন্ধকারেই ভূতের প্রাদুর্ভাব কিন্তু এখন দেখছি আলোতেই ভূতের দৌরাত্ম্য বেশী। আলোটা নিভিয়ে দিলেই এ ভূত ছেড়ে যাবে।

(উঠিয়া দীপ নির্ব্বাণ)।

প্র। আমাদের ভূত বল্লে ? ভারীত অসভ্য !

যুবতীগণ। (গোল করিয়া) যা হ'ক এতক্ষণে একটা কীর্ত্তি করেছে —পাশ দিয়েছে বটে !

(হাসিতে হাসিতে সকলের পলায়ন)।

লোহার সিন্ধুক।

প্রথমা। তার পর?

দ্বি। নেহাত শুনবি? সে কিন্তু অনেক করে বারণ করে দিয়েছে।

প্র। তা বারণ করলেই বা, আমার কাছে বলবি বইত নয়, আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছিনে।

দ্বি। তা জানি বলেই ত তোকে বলছি—নইলে কি বলতুম, তা ভাই দেখিস যেন প্রকাশ না হয়।

প্র। মরণ—তুই কি ক্ষেপেছিস—আমার কাছে—

দ্বি। তবে শোন এই সে দিন—কিন্তু তাকে কডার টা দিলুম, দেখিস—

প্র। এমন ক্ষেপাও ত কোথায় দেখিনি, আমাকে কথা বলতে ডরাস? এই সে দিন দীনুর মা আমাকে যে বল্লে তার স্বামী মদ খেয়ে ঘরে এসেছিল—সে কথা কি আমি তোদের কাউকে বলেছি? আমার মত লোহার সিন্ধুক কাউকে পাবিনে।

দ্বি। তা সত্যি—তবে শোন—

---

* ভারতী ১২৯২।

ষষ্ঠীর বাছা।

নবীন ও নবীনের কাকা।

কাকা। আজ কাল তোমার কেমন পড়াশুনা হচ্ছে নবীন?

নবীন। খুবই ভাল।

কাকা। তোমার মতে ত বরাবরই খুবই ভাল, সে কথা কে জিজ্ঞাসা করছে?

নবীন। তবে কি জিজ্ঞাসা করছেন?

কাকা। মাষ্টার তোমার কি বলেন? তিনি কি সন্তুষ্ট?

নবীন। আজ্ঞে খুবই।

কাকা। সবই খুব! Superlative ছাড়া দেখছি তোমার কথা নেই।

নবীন। আজ্ঞে ঠিক উল্টো, Superlative হলে হোত খুবতম, আমি Positive এর একটুও এদিক ওদিক করিনি।

কাকা। বটে, একেবারে গোল্লায় গেছ! কাকার সঙ্গে এয়ারকি! খুবতম একবার পেতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?

নবীনের মাতার প্রবেশ।

মা। কি হয়েছে ঠাকুর পো? মার-মূর্ত্তি যে?

কাকা। কি আর হবে, তোমারি কারখানা—ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় দিয়েছ?

মা। তোমার ঐ এক কথা! কেন গা ওর আমার পড়াশুনার যেমন মন—তোমাদের তেমন হলে বাঁচতুম। রাত দিন বই হাতে করেই বাছা আছে।

কাকা। আর কারো নজরে তো তা পড়ে না।

মা। হ্যাদ্ দেখো ঠাকুর পো—নজর নজর কোরো না—তাহলে কালই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব। আমি কি একলা ওর পড়া-শুনার কথা বলি—কেন মাষ্টার কি বলেছে শোন নি কি? হ্যাঁ বাবা বল্ তো রে আর একবার—তোর কাকাকে একবার শুনিয়ে দে ত রে।

নবীন। তা উনি শোনেন কই?

মা। না শুনবে না! বল বাবা তুই বল দেখি—কেমন শুনবে না দেখি?

কাকা। আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলুম?

মা। বেশ করছিলে—ভাল করছিলে—তা করবে না কেন? বল্ বাবা আমার, বল্ তুই।

নবীন। আমি ত আগেই তা বলতে গিয়েছিলুম।

মা। তাত বেশই করিছিলি—আবার বল্ মানিক আমার।

নবীন। সে দিন আমি স্কুলে একটা রচনা লিখেছিলুম—

মা। শোন ঠাকুর পো বাবা আমার একটা ল—ল লচনা—

নবীন। অ্যাঃ থামনা একটু—

মা। না বাবা,—হ্যাঁ হ্যাঁ থামছি বাবা—তারপর বল্, বল ধন তুই।

কাকা। তুমি দেখছি বলতে দেবে না।

মা। সে কি কথা? কেন দেব না? বল যাদু, মাষ্টার লচনা দেখে—

কাকা। কি বল্লে বলে যাও।

মা। হ্যাঁ বাবা বলে যা।

নবীন। তুমি একটু না থামলে আমি বলব না।

মা। বলবি বই কি, বাবা আমার বল্, বাবারে—আমি আর কিছু বলব না।

নবীন। বল্লেন—"সব ছেলেরা যদি তোমার মত হ'ত—"

মা। শুনলে ঠাকুর পো—যদি আমার বাবার মত হোত—

কাকা। আঃ ওকে বলতে দাওনা!

মা। বল বাবা বল, তাহ'লে কি হোত সোনাধন?

কাকা। (রাগিয়া) হবে আর কি? তাহলে মাষ্টারের অন্ন জুটত না।

নবী।। ঠিক কথা কাকা। মাষ্টারও তাই বলছিলেন। বলছিলেন—"সব ছেলেরা যদি তোমার মত হোত, তাহলে কালই স্কুল উঠিয়ে দিতুম।"

মা। শোন ঠাকুর পো শোন—চাঁদের আমার—

কাকা। বটে!

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মত যদি সবাই শেখে—তাহলে শেখাবার জন্য নূতন কিছুত আর থাকে না।

মা। তবু যে তোর কাকার মন ওঠে না—বাবা! বালাই আমার, ষাটের বাছা—তুই কি আমার বাঁচবি রে!

ভারতী ১২৯০।

চাক্ষুষ প্রমাণ।

বারান্দায় দণ্ডায়মান শ্যামবাবু মাষ্টার প্রাণকালী বাবুকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া।

শ্যাম। আরে এই যে মাষ্টার বাবু! এত সকালে এত চোট পাট যাওয়া হচ্ছে কোথা?

মাষ্টার। (উপরে চাহিয়া) এই যে শ্যাম বাবু! আর মশায় আমাদের সকাল বিকাল কি? চারটি অন্নের জন্য আমাদের কি না করতে হয়!

শ্যাম। সে সব হবে এখন, দেখাই যদি হোল একবার এইদিক দিয়ে হয়ে যান।

মাষ্টার। না মশায়, সময় বিন্দুমাত্র নেই। আপনাদের কি, আপনারা পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি আরা'ম বসে থাকেন, সময়ের মূল্য ত আপনারা জানেন না।—তা যাচ্ছি,—এক্ষণি কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে।

শ্যাম। একমিনিটের মধ্যেই যাবেন এখন!

প্রাণকালীর গৃহে প্রবেশ, দুজনে উপবেশন।

মাষ্টার। দেখবেন মশায়, শীঘ্র ছেড়ে দেবেন, বোঝেনই ত, পরের চাকরী, এক ঘণ্টা দেরী হলে সর্ব্বনাশ! একবার একজন বন্ধুর অনুরোধে পড়ে একহপ্তা—শুধু একটি হপ্তা মশায় কামাই হয়েছিল—তা সে যে লাঞ্ছনা কি বলব!

শ্যাম। উঃ তাইত ওরা সব পারও মশায়, ওরা সব পারে! বুঝেছি আপনাকে গলায়—

মাষ্টার। (তাড়াতাড়ি) নানা তা নয়—এই—

শ্যাম। তা যেন নাই হোল—মাইনেটা যে কেটে নিয়েছিল তার ত সন্দেহ নেই, গরীবের প্রতি কি অত্যাচার—তা নিক্‌গে—কিছু মনে করবেন না,—আমি—

মাষ্টার। আপনি ত আমাদের মা বাপ আছেনই, কিন্তু মাইনে কাটাও নয়। মানিকের মা স্পষ্ট বলে পাঠালেন যে অমন করলে এবার কর্ত্তাকে বলে দেবেন, আর মানিক বড়ে ওরূপ হলে সে স্বতন্ত্র মাষ্টারের বন্দোবস্ত করবে।

শ্যাম। হাহাঃ মাষ্টার মশায় আপনি বলেই ও রকম হয়েছিল! আমি হলে—

মাষ্টার। কি করতেন?

শ্যাম। কি করতুম! বড় মানুষের ছেলেকে যে রকম করে পড়াতে হয় তাই করতুম।

মাষ্টার। সে কি কোন রকম ফন্দী আছে নাকি? আমাকে শিখিয়ে দিন দেখি।

শ্যাম। সে অতি সহজ ফন্দী। পড়াতে গিয়ে একবারেই পড়াতে হয়, তাহলেই সব চুকে যায়, বিনা আয়াসে মাইনেটি আদায় হয়, আর ঘাড় ভেঙ্গে দুপাত্র টানাও যায়!

মাষ্টার। তবে বলব মশায়? সে উদ্যোগটাও হয়ে এসেছে।

শ্যাম। সত্যি নাকি?

মাষ্টার। সত্যি নাত কি, যে ছেলে টেরি বাঁকিয়ে চুল আঁচড়াতে শিখেছে শীঘ্রই তার গোল্লায় যাবার লক্ষণ।

শ্যাম। বটে! টেরি বাঁকাতে ধরেছে! তবেই হয়েছে। আমাদের হরি অমন ভাল ছেলে ছিল, যেদিন দেখলাম চুল ফিরিয়েছে, বলব কি মশায় তার পর দিন থেকে সে স্কুল ছেড়ে দিলে!

মাষ্টার। এরও সে উদ্যোগ হয়ে এসেছে, কিন্তু বড় মানুষের কথা বলতে ভয় করে, যদি প্রকাশ—

শ্যাম। পাগল নাকি! ওসব ভাবতে হবে না, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?

মাষ্টার। (চুপে চুপে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্যে) মানিক বলছিল তার বাপকে বলে একদিন ষ্টার থিয়েটার যাবে, চৈতন্যলীলা তার ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

শ্যাম। ষ্টার থিয়েটার! হাহাঃ আমিত বলেইছিলাম!

মাষ্টার। কিন্তু একটা কথা,—তার বাপ যে যেতে টাকা দেবে তা আমার মনে হয় না, তিনি তেমন পাত্রই নন।

শ্যাম। তা বাপে না টাকা দিলে কি আর অন্য উপায় নেই? আমি ছেলেবেলা যখন টাকা চেয়ে না পেতুম তখন মা ঘুমোলে আস্তে আস্তে চাবিটি নিতুম। তা তার যখন যেতে ইচ্ছা হয়েছে সে অবশ্যই চুরি করেছে।

মাষ্টার। (আশ্চর্য্য ভাবে) সত্যি নাকি? তাই বটে! একদিন আমি পড়াতে গেছি, দেখি সে তার বাপের ডেস্কর কাছে বসে আছে; আমাকে দেখে তখন নিজের ডেস্কের কাছে এল!

শ্যাম। দেখলেন! সে নিশ্চয়ই ডেস্ক ভাঙ্গছিল, আপনাকে দেখে সরে পড়লো সন্দেহ মাত্র নেই!

মাষ্টার। বলেন কি—সন্দেহ মাত্র নেই?

শ্যাম। যেমন নিঃসন্দেহ আমি আছি।

মাষ্টার। কি ভয়ানক! (হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে শ্যামের মুখ নিরীক্ষণ।)

শ্যাম। হায় হায় ছোকরাটা একেবারেই বয়ে গেল!

মাষ্টার। একেবারেই বয়ে গেল!

বামাচরণ বাবুর প্রবেশ।

বামা। কি হয়েছে? দুজনে অমন করে বসে আছ কেন?

শ্যাম। বলব কি মশায় তাজ্জব লেগে গেছে—বরাবর ত শোনাই যেত মানিক বড় ভালছেলে, সে নাকি পড়াশুনা একেবারে ছেড়ে মায়ের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াচ্চে।

বামা। (অবাক হইয়া) আমার বিশ্বাস হয় না—তাকে আমরা বড় ভালছেলে বলে যে জানি, তার নামে এ পর্য্যন্ত একটি মন্দ কথাও ত কখনো শুনিনি!

শ্যাম। আপনার কিসে বিশ্বাস হয়! এই মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানেন। ইনি বলছেন ইনি স্বচক্ষে তাকে তার বাপের ডেস্ক ভেঙ্গে চুরি করতে দেখেছেন আর—

(মাষ্টারের চোখে হাত দিয়া ক্রন্দন।)

বামা। কি ভয়ানক কি ভয়ানক—পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস করতে নেই! (প্রস্থান।)

মাষ্টার। দুপুর বেজে গেল, আজ আর পড়াতে যাওয়া হোল না দেখছি, এইখানেই আহারের কথাটা বলে দিন।

শ্যাম। তবে রাতটাও থেকে যান, সন্ধ্যার পর দুজনে ষ্টার থিয়েটারে যাওয়া যাবে এখন।

সেই দিনই মানিকের নিন্দায় সহর গুলজার হইয়া পড়িল।

ভারতী ১২৯৩।

সৌন্দর্য্যানুরাগ।

পত্নী পুকুর ধারের সোপানে একখানি বই হাতে আসীন, স্বামীর আগমন ও নিকটে উপবেশন।

স্বামী। কি পড়া হচ্চে? রসময়ের অসময়ে আবির্ভাব হোল না কি?

স্ত্রী। না না এস এস, একলা পড়ে মন উঠছে না—একবার শোন দেখি, এবার আর বলতে হবে না যে ইংরাজিতে অমন ঢের আছে।

স্বামী। যে মস্ত দেখছি ভয় হচ্চে যে! একেবারে দেখো মনটা হারিয়ে ফেলো না। আমার যেন শেষে হাহা ক'রে বেড়াতে না হয়।

স্ত্রী। (হাসিয়া) মন হারানই বটে—আহা কি চমৎকার বর্ণনা সত্যই মোহিত না হয়ে থাকা যায় না—

সুকোমল চরণ কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি।
করে পদ্ম ফুল
করে দুল দুল
অলসিত আঁখি সম আধো আধো ফুটি।

কি চমৎকার—বল দেখি?

স্বামী। তাইত! (বইখানি হাতে লইয়া) স্বপ্নপ্রয়াণ? নামটি ভাল। তা পড়ব এখন, এখন থাক। আমার কি ভাই জান—সৌন্দর্য্য রসে মিছরির মত আমাকে এত শীঘ্র গলিয়ে ফেলে যে ও সব পড়তে বড় ভয় করে। বিশেষ এখন তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলুম—তাহলে আর তা হবে না। কিন্তু তুমি ভাই ঐ বর্ণনার সৌন্দর্য্য টুক really কতটা appreciate করেছ—

স্ত্রী। আবার ইংরাজি—বাঙ্গলা বেরোয় না বুঝি?

স্বামী। কতটা তুমি উপলব্ধি করেছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্চে। স্ত্রীলোকের Aesthetic faculty—দূর হ—সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান আদপে যে নেই এটা এক রকম সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে।

স্ত্রী। বটে! কে সে বলদেখি বিদ্যাবাগীশ—যিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন?

স্বামী। (স্বগত) তুমিত আর প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ি বি, এ, নও কিম্বা দিগম্বর গড়গড়ি এম্ এ বি এল্ ও নও—যে তোমার কাছে মুখ বুজে বসে থাকতে হবে, একটা যার তার নাম করলে ত আর ভুল ধরবার যো নেই—কি সুবিধা! (প্রকাশ্যে) কার সিদ্ধান্ত শুনতে চাও? লোকটা কে জান আর কেউ না—স্বয়ং স্পেনসার!

স্ত্রী। পেনসর কেন স্বয়ং আমার প্রাণেশ্বর বল্লেও ওকথা আমি মানিনে। মিন্সের রকম দেখ না! ও কথা বল্লে কি ক'রে—তার পেটে কি ডুকড়ার বিদ্যে নেই?

স্বামী। বটে প্রাণেশ্বর গুলো বুঝি মানুষের মধ্যেই নয়?

স্ত্রী। (হাসিয়া) আমার প্রাণেশ্বর ছাড়া।

স্বামী। স্পেনসার লোকটা কে জান? একজন মহাপণ্ডিত। তার কথা অগ্রাহ্য করার যো কি!

স্ত্রী। সত্যি নাকি? কখানা ইংরাজি বই পড়েছে?

স্বামী। হা হা—সে যে ইংরাজ!

স্ত্রী। ইংরাজ হলেই বা, সে কি তোমার মত অতগুলো বই পড়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছি?

স্বামী। তা আমার মত অতগুলো পড়েছেন কি না জানি না—তবে তিনিও একজন মস্ত বিদ্বান এই কথা বলতে পারি।

স্ত্রী। কক্ষণো না। তবে সে ও কথা বলবে কেন? আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ নেই এ আবার কি কথা! তবে বুঝি সেটা একালের নারদ অবতার? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেবল ঝগড়া বাধাবার কর্ত্তা?

স্বামী। (হাসিয়া) তিনি একলা না—কাণ্ট কমটি প্রভৃতি আজকালকার বড় লোকদের সকলেরি ঐ মত। কিন্তু তুমিত সে সব কথা অত বুঝবে না—আমি তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই।

স্ত্রী। (গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত) কি বিদ্বান স্বামীই আমি পেয়েছিলুম—সরস্বতী যেন কণ্ঠাগ্রে।

স্বামী। দেখ ঐ যে ঐখানে গোলাপ ফুলটি ফুটে আছে, কত সুন্দর—

স্ত্রী। তাত দেখছিই, সে কি আর আমাদের চেয়ে তোমরা বেশী দেখবে? শোন—

কি চক্ষে দেখে যে ফুল বিরহিনী!
ফুরায় না দেখা আর! পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী!
পড়া শিখিয়াছে, ফুলধনু কাছে
ফুলেই তেঁই সে এত মরমগ্রাহিণী।
পুষ্প নারী হৃদয়ের দরপণ,
অবলা লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ।
তা'র দলে দলে, তেঁই গীতচ্ছলে
মনোআশা করে বালা ফুলে আরোপণ।

কবি এ কথা বলেছেন।

স্বামী। আহা কথাটাই ছাই শেষ করতে দাও। মেয়েরা যে ফুল আমি অস্বীকার করছি কি? কিন্তু ফুল নিজের সৌন্দর্য্যে

জগৎ মুগ্ধ করে ব'লে কি নিজেও সে সৌন্দর্য্য অনুভব করে? তেমনি তোমরা সৌন্দর্য্যভাব প্রস্ফুটিত কর বলেই সৌন্দর্য্যরসে মজ না।

স্ত্রী। কি কথাই বল্লে—মরে যাই আর কি! ফুলের সঙ্গে আমরা সমান হলুম! কেন আমরা ফুলের মত জড় নাকি? মেয়ে বলে আমাদের কি মন টন কিছুই নেই? তা বলবে বই কি! হা অদৃষ্ট! (মুখ ভার)

স্বামী। (শশব্যস্তে) তাই কি আমি বলছি?

স্ত্রী। তবে কি বলছ?

স্বামী। আমি বলছি মেয়েদের পুরুষদের মত অতটা সৌন্দর্য্য জ্ঞান নেই?

স্ত্রী। কথা একটা ত বল্লেই হোলনা, কিসে বুঝিয়ে দাও?

স্বামী। রুচির উৎকর্ষ সাধিত না হলে যথার্থ সৌন্দর্য্য জ্ঞান কখনই স্ফূর্ত্তি পেতে পারে না। তোমাদের রুচির অভাব তোমাদের বেশেই প্রকাশ পায়, অসভ্য মেয়েদেরও এরূপ নির্লজ্জবেশ নয়। বিশেষ যখন তোমরা নিমন্ত্রণে যাও—দশজনের মাঝে ভদ্র রকম বেশের যেখানে নিতান্তই আবশ্যক—সেইখানেই তোমাদের চূড়ান্ত কুরুচি প্রকাশ পায়।

স্ত্রী। প্রভু সে কার দোষ? আমাদের না আপনাদের? আপনারা আমাদের যেমন রাখেন তেমনি থাকি যে পথে নিয়ে যান সেই পথে যাই। আপনারা আমাদের এই বেশ ভাল বাসেন তাই আমরা পরি, যদি দেশশুদ্ধ পুরুষের এবেশ নিন্দনীয় মনেহয় ত এক দিনেই এর অন্য ব্যবস্থা হয়ে যায়।

স্বামী। কেন আমি ত অনেকবার এরূপ কাপড় পরার নিন্দা করেছি।

স্ত্রী। ওমা কবে গো? সে দিন বোসেদের বাড়ীর বৌয়ের নতুন ফ্যাসানের কাপড় পরার কথা শুনে কি বল্লে সব কি ভুলে গেছ?

স্বামী। দূর কর ছাই—তোমরা এমন কথাটাকে বাঁকিয়ে ফেলতে জান! নতুন কিছু হলেই লোকে অমন দু একটা কথা কয়। তাতে ত আর তোমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে বলে প্রমাণ হচ্ছেনা। ভারতচন্দ্র বিদ্যাপতি প্রভৃতি আমাদের কবিদের বর্ণনায় দেখ, আর আসলেও দেখ,—বাঁকাহাসি,আড়চাহনি, তেড়িফেরান-সৌখিনতা ভাবেই আমাদের দেশের মেয়েরা পাগল। যথার্থ মহত্ব, মনুষ্যত্ব, পুরুষের একটা পুরুষত্ব ভাব এ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা কজন Appreciate করে,—দূর কর ছাই এসবে কজন মেয়ে মুগ্ধ হয় বল দেখি? এই খানেই ত প্রকৃত রুচির অভাব।

স্ত্রী। তা দেশের পুরুষরা যদি সব মেয়েই হয় তার জন্য আমরা কি করব?

স্বামী। তা কেন? তোমরা যদি বাস্তবিক পুরুষের পৌরুষিকগুণ ভালবাসতে তা হলে কি পুরুষরা মেয়ে হতে পারে? তা হলে দেশের স্বতন্ত্র শ্রী হয়ে পড়ত। এই সে দিন আমি এক রকম নতুন রকম কাপড় ও পাগড়ি তৈরি করলুম—তা দেখেই তুমি নাক তুলতে আরম্ভ করলে। তোমার সেই বাহারে ধুতী চাদরটি না হলে মনঃপুত হয় না!

ভ্রাতৃবধূর প্রবেশ।

স্ত্রী। (হাসিয়া) ও বউ—মজা শুনসে? তুই যদি ভাই সেই খুব পাগড়িটা—আর মালকোচা সাটের কাপড় পরাটা দেখতিস—ত হাসি রাখতে পারতিস নে। তা যখন যুদ্ধে যাবে সে রকম কাপড় পরো—এখন ঘরে বসে আর ওতে কি হবে?

স্বামী। তা তুমি যেতে দিলে ত?

স্ত্রী। তা দেব না কেন? এই যে সে দিন হারার মাকে হারা মদ খেয়ে মারতে লাগলো—আমি জানালা দিয়ে দেখে ছাড়িয়ে দেবার জন্য তোমাকে কত ডাকলুম—তা তুমিই ত গেলে না!

স্বামী। (স্বগত) বেশ স্ত্রী যাহ'ক! মাতালের হাতে গিয়ে তখন প্রাণটা খুইয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) সে তখন আমার মাথা ধরেছিল কি করি বল?

স্ত্রী। মাথা আবার কখন ধরলে? তুমি ত বল্লে কে আবার যায়!

স্বামী। আমি যদি না গিয়ে থাকি—সেও তোমার দোষ! তুমি যদি যশোবন্তের স্ত্রীর মত আমাকে উত্তেজিত করতে তাহলে কি আমি না গিয়ে থাকতে পার্তুম!

স্ত্রী। সে আবার কোন কেতাবে আছে?

স্বামী। টডের রাজস্থানে।

স্ত্রী। ইংরাজি না বাঙ্গলা?

স্বামী। ইংরাজি।

স্ত্রী। সেটা কার দোষ! তুমি আমাকে ইংরাজি পড়ালে না কেন! তাহলে ত সে বক্তৃতাটা মুখস্থ করে রাখতে পারতুম।

স্বামী। (স্বগতঃ) তাহলেই হয়েছিল আর কি। এখানে এসে বিদ্যে ফলিয়ে যে সুখটুক আছে তাও থাকত না। (প্রকাশ্যে) তা আমিত তোমাকে ইংরাজি শেখার জন্য ঢের বলেছিলুম—তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে মিল স্পেনসর পড়ে যদি দুজনে সকল রকম ভাবের আদান প্রদান করতে পারতুম—তাহলে কি সুখই হোত!

ভ্রাতৃজায়া। বলি ব্যাপারখানা কি আমি ত তোদের ঝগড়ার মানে মোদ্দা কিছু পাচ্ছিনে।

স্ত্রী। উনি বলছেন কি জান—মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নেই—!

ভ্রাতৃজায়া। সে কি কথা! কার কেমন রূপ কে কেমন দেখতে—কে সুরূপ—কে কুরূপ তা আমরা বুঝতে পারিনে? আমরা কি কানা নাকি?

স্বামী। ঠিক কানা নয়—একচোখে। তোমরা কুরূপই দেখতে পাও—সুরূপ কারো কখনো দেখ না! এই মনে কর—আমরা একটা সুন্দরী—এই সৌন্দর্য্য দেখলে যতটা আনন্দ লাভ করি—তাকি তোমরা কর? তোমাদের মুখে কাউকে ত প্রায় সুন্দর বলতেই শোনা যায় না!

স্ত্রী। ওমা কি হবে? কেন জগৎ বাবু?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু! সে কথা কে বলছে! আমি বলছি—যথার্থ সৌন্দর্য্য তোমাদের চোখে লাগে না—লাগে কেবল তার খুঁৎটা। সৌন্দর্য্য দেখে তোমরা আনন্দ উপভোগ কর না—ঈর্ষা উপভোগ কর।

স্ত্রী। কেন কাকেই বা আমি ঈর্ষা-নয়নে দেখলুম—আর কারই বা খুঁৎ ধরতে গেছি?

স্বামী। কেন—ললিতা—অমন সুন্দরী আর তুমি—

স্ত্রী। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল!

ভ্রাতৃজায়া। ও পোড়া কপাল সে আবার সুন্দরী! তার পায়ের আঙ্গুলের নখগুলা যেন শালপাতা পানা চটাল চটাল। হাতের কুনুইটা ঢিবলে বার হয়ে আছে। তারপর আবার মেয়ে মানুষের অত বড় কপাল, অত ট্যাকাল নাক! শ্রী যে কোনখানটায় তাত বুঝতে পারিনে। চুলটা ছাই যদি পেটে পেড়ে কপালটা ঢাকে তবু না হয় চলে—তা না আবার ঐ চাঁদপারা কপালে আলবর্ট ফ্যাসানে চুলবাঁধা—মরে যাই আর কি! মেয়ে মানুষ ছোট খাট কপালটি হবে,—খাঁদাপারা

নাকটি হবে ; হ্যাঁ তবে চোখ দুটি ডাগর ডাগর দেখায় ভাল। কেন তার চেয়ে আমাদের ঠাকুরঝি কি কম সুন্দরী ?

স্বামী। (মনে মনে) হ্যাঁ ঠিক ঐরূপ গাঁদাপাবা শ্রীটিই বটে !

স্ত্রী। তা ভাই আমি যেন নাই সুন্দরী হলুম—তাই বলে কি আর কেউ সুন্দর নেই—ঐ একজনই কি বিশ্বে সুন্দর জন্মেছে ? অমন পটল চেরা চোখ আমি ঢের দেখিছি !

স্বামী। কোথায় বল দেখি ?

স্ত্রী। কেন আমার ভগিনীপতির চোখ দুটি কি চমৎকার ! দেখেছ ত বৌ ?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু—! সেই বানরটা আবার !

স্ত্রী। আর আমার মেজ ভগিনীপতি ত আরো সুশ্রী দেখতে ! যেমন রং—তেমনি চেহারা !

স্বামী। সে হনুমানটার নাম শুনলে গা জ্বলে !

স্ত্রী। আর দেজও যেন কার্ত্তিক !

স্বামী। (ক্রোধভরে উঠিয়া) আমি চল্লুম। বুঝেছি সবাই সুন্দর—আমিই কেবল কুশ্রী, আমার মুখ আর তোমার দেখে কাজ নেই।

স্ত্রী। কেন গো—এতে রাগ কি ? সুন্দরকে সুন্দর বলেছি বইত নয় !

স্বামী। তাই জন্ম জন্ম বল, আমি চল্লুম।

(পুষ্করিণী সোপানে দ্রুতবেগে অবতরণ)

ভ্রাতৃজায়া। এ কি ! হাসতে হাসতে সমস্তটাই শেষে হাহাকার যে !

স্ত্রী। (কাঁদিয়া) কর কি, কর কি—সব ঠাট্টা ! আমি এমন কথা আর বলব না !

স্বামী। না আমি আর তোমার সুখের বাধা হব না। তুমি চিরদিন সাধ মিটিয়ে ভগিনীপতিদের চন্দ্রানন দেখো।

স্ত্রী। সব ঠাট্টা গো, আমি আর অমন কথা কক্ষণো বলব না।

স্বামী। কেন বলবে না! জন্ম জন্ম বল? তোমার ভগিনীপতিদের রূপে মুগ্ধ হয়ে থাক—আমি জলে ডুবে মরি।

ভ্রাতৃজায়া। বলি ঠাকুর জামাই কর কি? মর তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সিঁড়িতে পড়ে গেলে অমন চাঁদপানা মুখে চিরকালই কলঙ্ক ধরে থাকবে যে?

স্বামী। (জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া) সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তবে দেখছি এখান থেকেই আবার ফিরতে হোল।

ভারতী ১২৯৪।

গানের সভা।

গৃহকর্ত্তা গোপালবাবু, পুরাতনানুরাগী নব্য গ্রাজুয়েট
হরিদাস এম, এ; জ্ঞানদাস বি, এ; বৃদ্ধ
ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তদ্বন্ধু ভজহরি প্রভৃতি
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসীন।

ভটচায। যাই বল, যাই কও, সেকালের মত গাইয়ে আজকাল নেই।

গোপাল। না মশায়, এ মস্ত গাইয়ে, একবার এর গানটা শুনে তবে ও কথা বলবেন।

ভজহরি। বলি কার পালাটা হবে?

গোপাল। কারো পালা টালা নয় মশায়, এ হোল ওস্তাদ মানুষ, কালোয়াতি খেয়াল ধ্রুপদ—

হরি। খেয়াল ধ্রুপদ? তার চেয়েত টপ্পাই ভাল।

জ্ঞান। টপ্পাটাই হোল কি না more modern invention.

হরি। Modern invention বলেই কি ভাল বলতে হবে নাকি? বল দেখি, আমাদের আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা নাই হোল—তবে তুমি যে বল্লে টপ্পা ভাল?

হরি। আমি ভাল বল্লুম—because ভাল, because আমার ভাল লাগে, because খেয়াল ধ্রুপদ are nothing but barbarious meaningless grunts.

গোপাল। আরে তোমরা যে ঝগড়া করতে বসলে!

হরি। মশায়, ঝগড়া কি, এ ত ঠিক কথা, বলুন দেখি আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা ত অস্বীকার করছিনে।

হরি। তা করছ না! বস—তবে সব চুকে গেল—then let us be friends again—shake hands and say—আমাদের আগে যা ছিল তার চেয়ে ভাল কিছু হয়নি।

ভটচায। বেঁচে থাক বাবা, তোমার মত বুঝদার ছেলে আমি একটি আর দেখিনি! বড় ঠিক কথা—সে দিনের মত আর কি এখন কিছু আছে? সেই যে রামযাত্রা—রামলক্ষ্মণ ছোট দুটি ভাই—বুকে চন্দনের চিত্র বিচিত্র, নাকে নোলক, মাথায় চূড়া, হাতে ধনুর্ব্বাণ, নৃত্য করতে করতে হুহুঙ্কারকারী, সোণার মুণ্ডধারী রাক্ষসপতি দশাননকে—

ভজ। আহাহা! আর সেই কৃষ্ণযাত্রা! ধড়াচূড়াধারী বালক কৃষ্ণ, রাঙ্গা লাঠির বাঁশি হাতে, অলকা তিলকায় সেজে, রাধার প্রেমে গদগদ হয়ে, সরু গলায়, সরুসুরে, অধিকারী বিন্দে দূতীকে বিনয় করে বলছেন—

রাধা রাধা বলে—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

হরি। উঃ কি চমৎকার গান!

রাধা রাধা বলে—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

এমন সহজ ভাবের, সহজ ভাষার গান এখন আর কোন কবির মুখ হতে বার হয় না। ইংরাজি অনুকরণে পড়ে কবি ত আর আমাদের নেই!

আহা—রাধা রাধা বলে,
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনা জলে!"

জ্ঞান। এখন হলে একজন বলতেন—

মান করে থাকা আজি কি সাজে,
বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জমাঝে।

সেক্স্পিয়র বলেছেন—Othello thy occupation is gone—আমরাও বলতে পারি, Poetry thy time is gone!—অর্থাৎ কবিতা তোমার কাল আর নেই।

ভট্টাচার্য। পয়ারের কথা বলচ বুঝি? তা যদি বলে ত শোন। বর্দ্ধমানের রাজা যে কালে জাতভ্রংশে পতিত তাঁর এক হমড়ো চুমড়ো বন্ধুকে জাতে ওঠাবার অনুরোধ করে, নদের রাজাকে এক খানা পত্র দেন। তার উত্তরে নদের রাজা দুই ছত্র পয়ার লিখে পাঠান—

আমি—নহি তব অবাধ্য
এ—বহুজনের বহুজনসাধ্য।

অস্যার্থ—আমি তোমার অবাধ্য নই, আমার ইচ্ছা আমি তাঁকে জাতে উঠাই,—কিন্তু যে কথা বহুজনে জানে তা বহুজনের ইচ্ছাতেই লোপ করা যেতে পারে। একা আমার সাধ্য কি তাঁকে জাতে তুলি। দেখেচ ত বাবা! দুই ছত্রের মধ্যে কি কারখানা!

ভজহরি। আজকাল এমন পয়ার আর হতে হয় না!

গোপাল। মশায়গণ, আজ দেখছি আপনাদিগকে কষ্ট ভোগ করাবার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছি। গায়ক মশায় আপনাদের মনের মত উচ্চাঙ্গের কবিতার গান গাইতে পারবেন কি না আমার বড়ই সন্দেহ হচ্চে।

হরি। রাধা রাধা বলে—পরাণ ত্যজিব আমি যমুনার জলে! কি সুন্দর! আর কিছু নয়, একটা এরূপ গান শোনার জন্য কি করা না যেতে পারে?

গায়কের প্রবেশ।

গোপাল। এই যে গায়ক মশায়! আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছি, আপনাকে আজ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করতে হচ্চে।

গায়ক। কেন মশায়? দলে এসে পড়েছি নাকি?

ভটচায। (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—বলতে পারেন। মশায়, একটি রামযাত্রার—

ভজহরি। একটি কৃষ্ণ যাত্রার—

জ্ঞান। মশায়, আমরা আপনাকে একটি উচ্চাঙ্গের টপ্পা গাইতে বলছি।

হরি। রাধা রাধা বলে—জীবন ত্যজিব আমি যমুনাজলে; মশায় জানেন কি?

গায়ক। (অবাক হইয়া) গোপাল বাবু আপনি ত জানেন ধ্রুপদ খেয়াল নিয়েই আমার কারবার?

গোপাল। কি করবেন মশায়, এঁরা ওস্তাদি গান শুনতে চান না, এঁদের মনের মত গানই আগে হোক।

গায়ক। (স্বগত) কি বিপদ—এ দেখছি ভেড়ার দলে এসে পড়া গেছে—তবে ভেড়াই সাজা যাক। একটা হাসির গান শেখা গেছলো সেইটে গাই।

গান।

ছক্রপাড়ী, চক্র নাড়ি, বক্র পাড়ি মারিছে?
বক্কাম্নু ফুংকি বেণু, যন্ত্র তন্ত্র সারিছে।

হরিদাস। (চোখ বুজিয়া) ওহো ওহো—

ভটচায। (মৃদুস্বরে) হরিদাস বাবু গানটা কি হোল, ভাল বুঝতে পারছিনে।

হরিদাস। বুঝতে পারছেন না! গানের অর্থ বড় চমৎকার! আমাদের দেহরূপ এই যে ছক্রগাড়ী—এই গাড়ী যখন প্রবৃত্তিরূপ চক্র নাড়িয়া বক্র পাড়ি মারে তখন কানু অর্থাৎ পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ—আমাদের আত্মার মধ্যে সুবুদ্ধির বাঁশি বাজাইয়া—আমাদের বিকৃত মনরূপ যন্ত্র মেরামৎ করেন। বুঝলেন মশায়?

গোপাল। (স্বগতঃ) Ah! Philosophy with a vengeance! এরা দেখছি ridiculousকেও sublime করে তুলতে পারে!

হরিদাস। (গদ গদ হইয়া,) কি ভাষা!

জ্ঞানদাস। কি ভাব!

ভজহরি। ওহো ওহো!

ভটচায। আহা আহা!

চারি জনের দশাপ্রাপ্তি।

ভারতী ১২৮৮

ব্যাঘ্র সভা।

সভাপতি ব্যাঘ্র। সভ্যগণ, আমরা সুসভ্য ব্যাঘ্রজাতি, পশুদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই উন্নতির কারণ—

প্রথম সভ্য। আমাদের খরধার দন্তনখ, আমাদের দাঁতের জোরের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য? দেশকে দেশ আমরা এই দাঁত নখের প্রভাবে উচ্ছন্ন দিই।

সভাপতি। (জিভ কাটিয়া) উঃ অমন কথা বলিবেন না। মনের জোরই আমাদের প্রধান জোর। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য, স্বাধীন বাণিজ্য ইহাই আমাদের উন্নতির কারণ। আমরা যেখানে যাই এই স্বাধীনতা বিস্তৃত করি, বিশ্বজনীন উন্নতির ভিত্তি প্রোথিত করি।

দ্বিতীয় সভ্য। উত্তম, উত্তম, আমরা উন্নত উদার ব্যাঘ্র জাতি। আমাদের যেরূপ সুবিধা সেইরূপ বাক্য সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য—

তৃতীয়। স্বাধীন বাণিজ্য। গরু ছাগল আমাদিগকে অনবরত রক্ত যোগায় সে জন্য তাহাদিগকে আমাদের কিছুই দিতে হয় না।

(সহসা একজন শৃগাল সভাকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া)

কি হে তুমি কি বলিতে চাও?

শৃগাল। আমি শুধু একটি স্বাধীন বাক্য বলিতে চাই—

দ্বি, স। বেটা তুমি স্বাধীন বাক্য বলিবে? তোমাকে এই উন্নত ব্যাঘ্র জাতির সহিত একাসনে বসিতে দিয়াছি—ইহাই যথেষ্ট, আবার স্বাধীন বাক্য! ধর বেটাকে।

সকলের আক্রমণ, শৃগালের পলায়ন।

ব্যাঘ্র দূতের প্রবেশ ।

দূত। মশায়রা গো, মশায়রা গো, আর স্বাধীনতা না, এ দিকে গোথানার বড় গরুটা যায়!

সভাপতি। বড় গরুটা যায়! তার পা দুট যে খেয়ে রাখা গেছে, যাবে কি করে?

দূত। সে যাবে না মশায়, তাকে নিয়ে যাবে।

সভা। কে নেবে কে?

দূত। কে আবার? ভালুক ভায়া, তাঁর ডাক এতক্ষণ আপনারা কেউ শোনেন নি?

সভা। ভালুক ভায়া! গোথানার নেকড়ে খানসামা কি করছে? ভালুকের কাণ পাকড়ে ধরুক না?

দূত। সে ত মশায় পাকড়াতেই গেছে।

সভা। তবে খবর?

দূত। খবরেরই মশায় অভাব। নেকড়ের খবর ত এখনো পাওয়া যাচ্ছেনা।

প্র-স। সত্যি না কি?

সভা। তাইত, নেমকের চাকর, বিড়ালটা বল কুকুরটা বল যখন তখন আমাদের যোগাচ্ছে তার দেখা নেই?

দ্বি-স। তার জন্যই ত এমন পেট ফুলিয়ে বসে আছি, আর তার দেখা নেই?

তৃতীয়। গেল গেল সব গেল, গরু গেল, নেকড়ে গেল, হায় হায় সব গেল!

সকলের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

সভাপতি। (ব্যগ্রভাবে) আর কেঁদ না—সভ্যগণ, আমি এখনি খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছি।

গোখানা।

একজন ব্যাঘ্রের প্রবেশ।

ব্যাঘ্র। বলি ও নেকড়ে ভায়া হেথায় আছহে? (নেকড়েকে দেখিয়া) এই যে নেকড়েজি—খবরটা কি বল দেখি? পাকড়ালে?

নেকড়ে। প্রভু, এতক্ষণ তা কি বাকী থাকে, সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

ব্যাঘ্র। (আহ্লাদে) বেশ হয়েছে—ভালুক ভায়া কেমন জব্দ! কিন্তু কোথায় রেখেছ বলদেখি?

নেকড়ে। ভালুক ভায়া! তাকে কেন পাকড়াব?

সিংহ। তবে কাকে?

নেকড়ে। যাকে পারব তাকে। ভালুক পাকড়ান কি সহজ নাকি? ভালুক ত ভালুক—মশায় কাবুলি বেড়ালটাকে ধরতে গিয়ে দেখুন না গায়ে এখনো আঁচড়ানোর দাগ!

ব্যাঘ্র। তবে কাকে পাকড়ালে নেকড়ে সাহেব?

নেকড়ে। দুটা ফড়িং।

ব্যাঘ্র। ফড়িং! কই?

নেকড়ে। একটাকে ঐ বর্ষার কোনে মেরে রেখে এসেছি। আর একটাকে এই পাহাড়ে মারতে চলেছি।

ব্যাঘ্র তাহার বুদ্ধি বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া নতজানু হইলেন।

ভারতী ১২৯৪

সূক্ষার্থ।

আকবরের প্রমোদ সভায়, তানসেন সুরদাস রচিত গান গাহিলেন—

"যশোদা বার বার ইহ ভাষৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ"।

সম্রাট বলিলেন—বা কি তারিফ্? কিন্তু ইহার অর্থ কি ওস্তাদ জি?

তানসেন। যশোদা ঘড়ি ঘড়ি ইহাই বলিতেছেন ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি আমার চলন্ত গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন?

আকবর বলিলেন, যেমন গান তেমনি অর্থ; বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি।

রাজার প্রশংসায় প্রসন্ন হইয়া তানসেন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রী বীরবল এইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন—

মন্ত্রিবর, যশোদা বার বার ইহ ভাষৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ—এই গানটি গাহিয়া তানসেন মন উদাস করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

বীরবল হাসিয়া বলিলেন—মহারাজ, আপনি গানে উদাস হইয়াছেন গানের অর্থে আমার উদাসীন হইতে ইচ্ছা হইতেছে। বার অর্থাৎ পৌর. (পাড়া)—যশোদা পাড়ায় পাড়ায় গিয়া ইহাই বলিতেছেন ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যিনি গোপালকে আটকিয়া রাখিবেন। আহা!

(টোডর মল্লের প্রবেশ)

টোডর মল্ল। মন্ত্রি মহাশয়, অর্থটা আমার সঙ্গত মনে হইতেছে না। বার অর্থে জল ও দ্বার, জলের দ্বার কি? না ঘাট, সুতরাং গানটির

অর্থ দাঁড়াইতেছে—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া ইহাই বলিতেছেন যে ব্রজে আমার এমন কোন মিত্র আছেন যিনি গোপালকে যাইতে না দিবেন।

কবি ফৈজি এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—মহাশয়গণ, আপনারা চিরকাল মন্ত্রণা প্রদান করুন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আপনারা আর কবিতার অর্থ ব্যাখা করিবেন না।

জাঁহাপনা, বার অর্থে জল এবং দ্বার সত্য, কিন্তু এখানে ইহা নদীর জলও নহে, জলের ঘাটও নহে। এখানে জল অর্থে অশ্রুজল এবং দ্বার অর্থে অশ্রুজলের দ্বার অর্থাৎ আঁখি, সুতরাং গানটির অর্থ এই—যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন ?

নবাব খান খানানের প্রবেশ।

আকবর। নবাব সাহা, বিষম সমস্যা! তানসেন গান গাহিয়া গেলেন 'যশোদা বার বার ইহ ভাখৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ'—ইহার অর্থ লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে, আপনাকে ভাঙ্গিতে হইতেছে।

বীরবল। একবার আমার কথাটা আগে শুনুন, যশোদা বার বার অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় গিয়া—

টোডর মল্ল। তাহা হইতেই পারে না—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া—

কবি ফৈজি। ইহারা কি বলে মশায়! যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

আকবর। কিন্তু তানসেন যিনি গানটি গাহিয়াছেন—তিনি বলেন—'ঘড়ি ঘড়ি যশোদা ইহাই বলিতেছেন যে ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যে গোপালকে ধরিয়া রাখে'। এখন আপনি মীমাংসা করুন ইহার কোনটি ঠিক ?

নবাব। জাঁহাপনা, এ কোনটাই এই বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যা নয়, সকলেই আপন আপন মনের অনুভাব বলিয়াছেন মাত্র।

বাদশাহ। সে কিরূপ?

নবাব। ঐ যে কলাবন্ত তানসেন যিনি ঘড়ি ঘড়ি নোম তোম করেন তাঁহার মনে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে যশোদা ঘড়ি ঘড়ি বলিতেছেন। আর বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইঁহার মনে হইয়াছে যশোদা পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া কহিতেছেন। আর টোডরমল্ল তুমি মুৎসদ্দি—তুমি ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধ আর মাশুল আদায় কর, তোমার মনে ঘাটের কথাই আসিয়াছে। আর ফৈজি কবি—ইনি জগৎশুদ্ধ লোককে কাঁদিতেই দেখেন।

বাদশাহ। ইহা ত ঠিক কথা! তবে তুমি বল নবাব সাহা ইহার অর্থ কি?

নবাব। বার অর্থে কেশ। যশোদার প্রতি কেশ ইহাই বলিতেছে 'ব্রজধামে আমার এমন কে মিত্র আছে—যে গোপালকে ধরিয়া রাখে।"

বলিয়া নবাব সাহা আপনার শ্মশ্রুতে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন।

আকবর বলিলেন—বাহবা! বাহবা!

ভারতী ১২৯৫।

তত্ত্বজ্ঞানী।

প্লুটার্ক ও তাঁহার শিষ্য।

প্লুটার্ক। অহংকারের বিসর্জ্জনই সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। সর্ব্বদাই মনে এই ভাব জাগ্রত রাখিতে হইবে! অহং বলিয়া বিশ্বসংসারে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই—তুমি আমি সকলি সেই এক পরমাত্মাময়।

শিষ্য। কিন্তু কি করিয়া অহংকার পরিত্যাগ করিব প্রভু? আমি যখনি মনে করি এ বিশ্বসংসারে আমার আমিত্ব কিছুই নাই, তখনি জগৎসংসার হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে থাকি।

গুরু। বৎস জিতেন্দ্রিয় হও, মনঃসংযম অভ্যাস কর, তাহা হইলেই এই দ্বৈতভাবাপন্ন সৃষ্টজগতের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টের একত্ব অনুভব করিবে।

শিষ্য। সর্ব্বক্ষণই ত ভাবি মনঃসংযম করি, কিন্তু কি করিয়া করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

গুরু। মনঃসংযম অর্থাৎ প্রবৃত্তি দমন। মানবগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি জয়ী হইলেই সত্যের আলোক দেখিতে পায়।

শিষ্য। ভগবান, যে মন্ত্রদ্বারা মনুষ্য প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে, আপনি তাহাই আমাকে প্রদান করুন।

গুরু। ইহার অন্য কোন মন্ত্র নাই, নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা, একাগ্রতাই প্রবৃত্তিদমনের একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র উপায়। অল্পে অল্পে অগ্রসর হও, প্রথমে ক্রোধ দমন কর। অহংকার হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব। যদি আমি জানি সংসারে তুমি আমি নাই—তাহা হইলে কেই বা ক্রোধ করে, ক্রোধের পাত্রই বা কে? ক্রোধ অহংকারকে জাগাইয়া রাখে

সুতরাং ক্রোধ মহা অনর্থের মূল। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে অজ্ঞানতার উদয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে ক্রোধ দমনীয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তথাপি ক্রোধের উদ্রেক তিরোহিত করিতে পারিতেছি না।

গুরু। অজ্ঞান! অজ্ঞান!

শিষ্য। প্রভু, যখন দুষ্ট দাস আপনার নিন্দাবাদ করিতেছিল, আমি কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি নাই। এ অজ্ঞানতা—

গুরু। আবার সে গালি পাড়িতেছিল?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

দাসের প্রবেশ।

গুরু। বৎস, দাস সর্ব্বদাই শাসনীয়। উহাকে বেত্রাঘাত কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

দাসকে বেত্রাঘাত।

দাস। (সক্রোধে) আমি কি দোষ করিয়াছি? বিনাদোষে আমাকে কেন মারিতেছেন?—

(পুনশ্চ বেত্রাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর প্রতি)

ভণ্ড তপস্বি, এই তোমার জিতেন্দ্রিয়তা? এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান! অন্যকে ক্রোধ দমন করিতে উপদেশ দাও, সংযমী হইতে বল, আর নিজে অন্যের উপর এইরূপ ব্যবহার করিয়া ক্রোধহীনতার দৃষ্টান্ত দেখাও!

প্লুটার্ক। (স্থির গম্ভীরভাবে) হতভাগ্য পাষণ্ড, কি দেখিয়া তুই মনে করিলি আমি রাগিয়াছি? আমার মুখ আমার স্বর আমার বর্ণ আমার বাক্য কিছুতে কি ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয় নাই, মুখ রক্তবর্ণ কিম্বা স্বর ভয়ঙ্কর হয় নাই আমি বেত্র

আস্ফালন করিতেছি না কিম্বা দাপাদাপি মাতামাতি করিয়াও বেড়াইতেছি না, আমার মুখে ফেন নির্গত হইতেছে না এবং এমন কোন কথা কহি নাই যেজন্য আমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। রে মূঢ় জানিয়া রাখ এই সকলই ক্রোধের লক্ষণ।

(শিষ্যকে বেত্রাঘাত বন্ধ করিতে দেখিয়া)

বৎস, ইহাতে আমাতে যতক্ষণ এই বিষয় লইয়া বিচার চলিতেছে তুমি তোমার কাজ করিতে থাক, থামিবার আবশ্যক নাই।

ভারতী ১২৯০।

নিজস্ব সম্পত্তি।

সস্ত্রীক নবীন বাবু ও তাঁহার ভাগিনীপতি রাখাল বাবুর
কথোপকথন স্থলে নবীন বাবুর শ্যালী-পতি
নভেল লেখক ব্রজ বাবুর প্রবেশ।

রাখাল। চুপ চুপ ঐ যে ব্রজবাবুই আসছেন!

স্ত্রী। এই যে জামাই বাবু? নাম করতে করতে যে এসে উপস্থিত অনেক দিন বাঁচবে!

নবীন। দাদাঠাকুর, আসতে আজ্ঞে হোক। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল!

ব্রজ। (বসিয়া) তা বইখানা কি পড়া হয়েছিল?

নবীন। আরে, তার কথাই ত হচ্ছিল, চমৎকার!

রাখাল। এর কাছে বঙ্কিমবাবুও দাঁড়াতে পারেন কি না সন্দেহস্থল।

ব্রজ। দেখ রাখাল, তোমাদের সমালোচনা শক্তির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা; এ পর্য্যন্ত এমন সমালোচক কিন্তু আর দেখলুম না।

স্ত্রী। ঠিক বলেছ! তা জামাই বাবু, তুমি যে বলেছিলে বইখানা অভিনয় করতে দেবে তার কি হোল?

ব্রজ। শেষে বুঝলুম অভিনয় করতে না দেওয়াই ভাল। না জেনে কোন লোকের নামে কিছু বলতে চাইনে, তবে এইটে বলতে পারি—ঈর্ষাটা মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রবল।

নবীন। তা সত্যি বলেছ।

ব্রজ। তা ছাড়া যারা নিজে লেখে তাদের হাতে বই দেওয়া আমার বড় ভাল মনে হয় না।

নবীন। সেও একটা কথা বটে, চুরি করতে পারে।

ব্রজ। আমিও তাই ভাবছি, কার হাতে দেব কে আত্মসাৎ করবে!

রাখাল। (আস্তে আস্তে) তাতে তোমার ত কোন ক্ষতি দেখছিনে, ক্ষতি ত অন্য পক্ষেরই।

ব্রজ। কি বলছ?

স্ত্রী। উনি বলছেন—তোমার যে লেখা চুরী করবে ক্ষতি তারই।

ব্রজ। ক্ষতি তারই! কথাটা ঠিক—

স্ত্রী। বুঝলে না? এ লেখায় Originality এত অধিক যে, চুরী করে কেউ হজম করতে পারবে না। জান ত Originality গুলো ঠিক লোহার কলাই—তাতে দন্তস্ফুট করা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, সে কেবল তোমরাই পার।

ব্রজ। (আহ্লাদে) বাস্তবিক বইখানা তোমাদের কোথায় কি রকম লাগলো সেটা শুনলে বুঝতে পারি—

রাখাল। সমস্তই ভাল লেগেছে।

ব্রজ। তবু কোথাও কিছু বদল করার আবশ্যক দেখলে কি? তুমি কি বল হে নবীন?

নবীন। কোথাও না কোথাও না, আগাগোড়াই ভাল।

ব্রজ। কিচ্ছু সঙ্কোচ ক'র না। উপযুক্ত লোকে যখন আমার লেখার ঠিক দোষটি দেখিয়ে দেয় তাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট এমন কিছুতেই না। বন্ধুরা যদি দোষ সংশোধন না করেন, তাহলে বন্ধুত্বই কি বল?

রাখাল। এতটা যখন বলছ—তাহলে আমার একটি কথা বলার আছে?

ব্রজ। কি বল!

রাখাল। আগাগোড়া বইখানি বেশ হয়েছে—

ব্রজ। বেশ হয়েছে?

রাখাল। হ্যাঁ বেশ হয়েছে—কেবল একটু—

ব্রজ। কেবল একটু কি?

রাখাল। একটু যেন ঘটনার অভাব!

ব্রজ। ঘটনার অভাব! আশ্চর্য্য কল্লে যে!

রাখাল। হ্যাঁ ঘটনা বড়ই কম হয়েছে।

ব্রজ। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! তুমি যদিও একজন সমজদার লোক এবং তোমার সমজদারিত্বের উপর আমার অটল বিশ্বাস কিন্তু তবুও একথাটায় আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছিনে। আমার মতে বরং ঘটনাটা একটু বেশীই হয়েছে। নবীন কি বল হে?

নবীন। হাঁ আমারও মতে ঘটনা যথেষ্ট আছে—আর প্রথম দিকের পরিচ্ছেদ গুলি অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক, কিন্তু শেষাশেষি কৌতুহলটা যেন একেবারেই কমে আসে।

ব্রজ। কমে আসে? আমি কিন্তু অন্য যাকে যাকে পড়ে শুনিয়েছি, সকলেই ত বল্লেন কৌতুহল বাড়ে।

নবীন। আচ্ছা গিন্নিকে জিজ্ঞাসা কর—উনি ত তোমার খুব একজন admerer।

স্ত্রী। ওঁর যেমন কথা তুমি শোন জামাই বাবু! আমি সমস্ত বইখানির কোথাও একটু খুঁৎ পাইনি।

ব্রজ। তাই বল! মেয়েরা যেমন ঠিকটি বোঝে, পুরুষেরা অমন কখন বুঝতে পারে না।

স্ত্রী। আমার কেবল মনে হয়—একটু বেশী বড় হয়েছে।

ব্রজ। আকারে বড় হয়েছে—না বলছ ঘটনার আধিক্য বেশী হয়েছে?

স্ত্রী। এই—অভিনয় করার পক্ষে আকারেই একটু বড় হয়েছে।

ব্রজ। শালী ঠাকরুণ, তোমার কথার উপর আমার কথা নেই, তবে এটা কিনা হিসাবের কথা, আমি বেশ বলছি অভিনয় করতে গেলে পাঁচ ঘণ্টার বেশী কখনই লাগবে না, তাহলে বইখানা ত আর বড় হতে পারে না।

নবীন। সে কথা তবে যাক। খবরের কাগজ ওয়ালারা কি বলছে?

ব্রজ। খবরের কাগজ! তাদের মতন মিথ্যাবাদী, হিংসুক, নিন্দুক, বদমাইস, ধর্ম্ম-বুদ্ধিহীন—যাক আমি যদি তাদের কাগজ পড়িনে।

নবীন। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ কর—তারা যে রকম কঠোর গালাগালি দেয় তাতে তোমার মত কোমল হৃদয় লোকের বিশেষ কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

রাখাল। কিন্তু লেখক হতে গেলে সে নিন্দা শোনাটাও দরকার।

ব্রজ। তা যদি বল, তা হলে যার বন্ধু আছে তার খবরের কাগজ পড়ার কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। আর নবীন তুমি যে ভায়া মনে কর, খবরের কাগজের নিন্দেতে আমি চটে যাব, তেমন পাত্র আমাকে পাওনি। অবশ্য খবরের কাগজের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই ভাল।

রাখাল। তা ঠিক। সে দিন ঐ কাগজটা তোমাকে কি গালটাই দিয়েছে।

ব্রজ। কি রকম?

নবীন। হ্যাঁ সত্যি, সে কি যাচ্ছেতাই রকম গালাগালি!

ব্রজ। (কষ্ট শ্রেষ্ঠে হাসিয়া) বেশ বেশ—বড় নাকি বয়ে গেল!

নবীন। বাস্তবিক—তাদের ঝালঝাড়া দেখলে হাসিই পায়!

ব্রজ। তবু কি বলেছে শুনি?

নবীন। রাখাল, তোমার মনে আছে হে? ব্রজ দেখছি ভারী উৎসুক

ব্রজ। উৎসুক! না একটুও না। তবে কিনা কি বলেছে জানাই যাক না।

নবীন। কি রাখাল মনে আছে? (চুপে চুপে) যা হয় কিছু বলে যাও।

রাখাল। হ্যাঁ কতক কতক মনে আছে বই কি।

ব্রজ। বলনা—শোনাই যাক।

রাখাল। বলেছে—তোমার কল্পনার নূতনত্ব বা নিজত্ব কিছুই নেই। সমস্ত চুরী।

ব্রজ। সত্যি নাকি! এর চেয়ে absurd আর কি হতে পারে? (জোর করিয়া হাস্য) হাঃ হাঃ।

রাখাল। ঠাট্টা তামাসা গুলি সব নিখুঁতিতে ওজন করা—

ব্রজ। ভারী মজা? হাহাঃ।

রাখাল। তুমি যে চুরী করেছ তাও ভাল রকম করে করতে পারনি, যত যেখানকার বিশ্রী বই আছে তাই থেকে চুরী করে চুরীটাও চুরীর অধম করে তুলেছ।

ব্রজ। মিথ্যাবাদী! কেউটে! বোকাস্য বোকা!

রাখাল। ভাল লেখকের লেখাও যেখানে চুরী করেছ—তাও তোমার ভাষার আবর্জ্জনার মধ্যে পড়ে একেবারেই কলঙ্কিত হয়ে গেছে।

ব্রজ। নেকোবাগীশ! গর্দ্দভ গণ্ড! ভুতুড়ে!

রাখাল। দু এক জায়গায় যেখানে দৈবাৎ ভাষা ভাল হয়েছে সেখানে বিকৃত কল্পনা, কুরুচি এমন ফুটে উঠেছে যে ভাষার সৌন্দর্য্য সেখানে বাঁদরের গলায় মুক্তাহারের মত হয়েছে।

ব্রজ। গিরগিটি! গোসাপ! বইখানা তার গলায় দেখছি গলগণ্ড হয়ে উঠেছে। বিস্ফোটক!

রাখাল। আর আমার সব মনে নেই, এক বিষয়ে কিন্তু তোমার খুবই প্রশংসা করেছে।

নবীন। হ্যাঁ মুক্তকণ্ঠে।

ব্রজ। শুনি শুনি ?

রাখাল। বলেছে গালাগালিগুলো যা দিয়েছ তাতে কিন্তু আর সকলেই হার মেনেছে, সেইগুলি তোমার যথার্থ নিজস্ব সম্পত্তি।

নবীন। বাহবা ! বাহবা ! তাহলে আর কি চাও ব্রজ ?

ভারতী ১২৯৫।

বিরহ বেদনা।

নববিবাহিত মতি বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট :—

ভগিনীপতি বন্ধুবর মাধবের প্রবেশ।

মা। কিহে মতি এমন ক'রে গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবা হচ্ছে? উঠতে আজ্ঞা হোক, আমাদের ওখানে একটা মজলিস আছে, তোমাকে নিতে এসেছি।

মতি। আমার শরীরটা বড় ভাল নেই, যেতে পারব না।

মা। কেন কি হয়েছে বল দেখি? (কপালের উষ্ণতা অনুভব করিয়া) কই গরম মনে হচ্ছে না ত?

মতি। (পুনশ্চ দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া) ওখানে না, এইখানে, এই খানে মাধব, গেলুম্ ভাই আর পারিনে, কি যন্ত্রণা!

মা। (সভয়ে) হার্ট ডিজিজ নাকি? এত দিন বলনি? লুকিয়ে রেখেছ, ডাক্তার ডাকাও, ডাক্তার ডাকাও!

মতি। হার্ট ডিজিজ বটে, কিন্তু ভয় পেয়ো না; তুমি কি আর এটা বুঝতে পারছ না? তুমিও ত বে করেছ?

মা। করেছি বই কি!

মতি। তাত আমি জানি, তবুও এ জ্বালা যে কেন বুঝতে পারছ না, সেইটে শুধু বুঝে উঠতে পারছিনে! উঃ কি সুন্দর বাতাস! মাধব, প্রিয়সখা, প্রাণবয়স্য, প্রাণ যে জ্বলে গেল!

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

মা। কিন্তু আমার ত ভাই আরাম বোধ হচ্ছে।

মতি। আরাম বোধ হচ্ছে? কক্ষণো না, তা হতেই পারে না! মন্দা ত এখানে নেই, প্রিয়া-সঙ্গ ছাড়া হয়ে কি করে তুমি এ দক্ষিণে বাতাস উপভোগ করবে—এ আমি কল্পনাই করতে পারিনে,—নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।

মা। সত্যি করে বলছি, মাথার দিব্যি ঠাট্টা নয়, বাতাসটা বড়ই ভাল লাগছে।

মতি। সত্যি করে বলছ! হা হতভাগ্যে মন্দাকিনি, তোর অদৃষ্টে এই ছিল! হা পিতঃ! হা মাতঃ! এমন অপ্রেমিক অরসিক হৃদয়হীনের হাতে কি করে তোমাদের স্নেহের কন্যা সমর্পণ করেছিলে?

মা। থামহে, বাতাসটা গরম গরম ঠেকছে বটে,—বুঝতে পারছি ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠবে।

মতি। কিন্তু হে অপ্রেমিক, আমার এ বিরহজ্বালাটা কিরূপ অসহ্য তাকি তুমি বুঝতে পারবে?

মা। না ভাই সেটি ঠিক পারব বলে মনে হচ্ছে না। সেই দশ বছরের মেয়ের প্রেমে এত হাবুডুবু, এত ফোঁশফোঁশানি, এত হাঁসফাশানি,—আমার বোঝার অসাধ্য!

মতি। রে নিষ্ঠুর, রে নির্মম, তা তুমি কি করে বুঝবে? তা নাই বুঝলে, সে দুঃখ আমি সইতে পারি! কিন্তু হায়! আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, হৃদয়ের হৃদয়, আহা! না জানি আমার জন্য সে কতই কাতর! একটু গরম হলে, একটু বৃষ্টি হলে, একটু মৃদু বাতাস বইলে একটু জোর বাতাস উঠলে আমার বিরহে তার প্রাণ বোধ হয় আমারি মতন আকুল হয়ে ওঠে! হায় কে বলে দেবে—

মা। সেটুকু আমি বলে দিচ্ছি! অত ভাববার কারণ নেই,—এইমাত্র—

মতি। এইমাত্র? ভাই বল বল এইমাত্র কি?—সেত ভাল আছে? সুখে আছে, সখা? সে সুখে আছে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। তার কথা শোনার জন্য যে আমি হাপ্রত্যাশ করে আছি সে চাঁদ আমি যে চাতক—

মা। বল চকোর!

মতি। হাঁ তা জানি; সে চাঁদ আমি যে চকোর—সে জল আমি যে মীন—একটি গান রচনা করেছি শুনবে—

হায়! এমনো দিনে—
কোথায় প্রেয়সি ওলো হৃদয়হীনে,
তোমার বিরহানলে—হৃদি প্রাণ গেল জ্বলে
মীন যেন সরোবরে—সলিল বিনে।

মা। তাইত! এটা খবরের কাগজে বের করতেই হচ্ছে।

মতি। তা ভাই তোমরা যা হয় কোরো, কিন্তু আগে প্রাণপ্রিয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে আমার দুঃখ তাকে দেখাও, আমার হৃদয় সুশীতল করো। কি বলছিলে মাধব, তার কথা কি বলছিলে?

মা। আমি বলছিলুম—সে ভালও আছে, সুখেও আছে; তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমি যখন গাড়ী করে এখানে আসছি দেখলুম তাদের বাগানে সে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

মতি। কি বলো মাধব? সত্যি সত্যি? সে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে? আমি সেখানে নেই, আমাহারা হয়েও সে হেসে খেলে আমোদ করে বেড়াচ্ছে? সত্যিই কি তুমি আমাকে একথা বিশ্বাস করাতে চাও? আমার শ্যালী যে লিখেছেন নলিনী আমার বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে! হায়! রমণী ভুজঙ্গিনী প্রায়!

হরি বাবুর প্রবেশ।

মা। এই যে তোমার ভায়রাভাই হরি বাবু এসেছেন—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না,—উনি বল্লেত বিশ্বাস হবে? হরি বাবু নলিনী কেমন আছে?

হরি। আমাদের নোলু?

মতি। (স্বগতঃ) আমাদের নোলু—? উঃ এতখানি আস্পর্দ্ধা?

মা। হ্যাঁ তার কথাই বলছি, মতি বাবু শুনেছেন সে অসুস্থ—তাই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?

মা। হা হাঃ অসুস্থ? এই মাত্র আমরা সকলে বাগানে খেলা করছিলেম। তার সঙ্গে ছুটে ছুটে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে—আমার পকেট থেকে চাবি চুরী করে আর দেয় না।

মতি। (স্বগতঃ) পকেট থেকে চাবী চুরী!—পর পুরুষের অঙ্গস্পর্শ! নলিনী এই তোমার ভালবাসা, এই তোমার প্রেম! হায় কি বিশ্বাসঘাতকতা!

মা। তারপর চাবিটাত পেয়েছেন? একজনের হৃদয়ে সে এমন চাবি দিয়েছে—যে আমি এত চেষ্টা করেও খুলতে পারছিনে, আবার আপনার শুদ্ধ মনের চাবি হারাবে না ত?

মতি। (সক্রোধে) মাধব ও ঠাট্টা করো না—জান—

হরি। মতি বাবু আপনার ভয় হচ্ছে নাকি? তা ভয় নেই। জানেন আজ দুটি গালে দুটি চড় মেরে তার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়েছি, মন চাবি যদি চুরি করে ত সেই রকম করে না হয় কেড়ে নেওয়া যাবে।

মতি। (দ্বিগুণ ক্রোধে) হরি বাবু জানেন সে পরস্ত্রী? সে আমার

স্ত্রী! তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে জানেন কতদূর অভদ্রতা করেছেন! এর জন্য আমার কাছে মাপ চাওয়া উচিত!

মা। মতি, তুমি কি সত্যই ক্ষেপেছ?

মতি। আমি ক্ষেপেছি? তোমার ধমনীতে একটুও আর্য্য শোনিত নেই, তাই তুমি ওকথা বলছ! হরি বাবু—দাঁড়ান—দাঁড়ান—যদি ভরষা থাকে দাঁড়ান, যুদ্ধ চাই, আমি যুদ্ধ চাই!

(হস্ত আস্ফালন করত দণ্ডায়মান)

(হরি বাবু হাসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় চৌকিতে বসাইয়া) "মাধব বাবু একটু জল আনুন, দেখি!"

মতি। (অবসন্নভাবে চৌকীতে মাথা হেলাইয়া) আঃ কি ভয়ানক! কি অত্যাচার! কি অপমান! প্রাণ থাকতে এ অপমান আমি ভুলব না! প্রিয়ে তোমার মনে এই ছিল! রমণী তুমি সত্যই ভুজঙ্গিনী।

(ক্রন্দন)

ভারতী ১২৯৫।

সূক্ষ্ম ডাক্তারি।

অন্তঃপুরের বারান্দা, যাদবচন্দ্রের প্রবেশ।

যাদব। তোর হাতে কি রে, মানি? বড়এলাচ বুঝি? ফেলে দে—ফেলে দে, এমন অসুখ করবে!

[মানির দ্রুতবেগে পলায়ন।]

যাদব। (পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে পথে খোকাকে দেখিয়া)—তোর গাল ট্যাবলা যে? কি খাচ্ছিস?

খোকা। মিশ্‌লি।

যাদব। (কোলে লইয়া) ছিঃ! মিছরি খায় না, ফেলেদে, হাতে আরো রয়েছে যে,—দেখি—?

খোকা। কাকাবাবু খাবি? (এক টুকরা যাদবের মুখে—এবং বাকী সমস্তটা নিজের মুখে পূরিয়া) তুই খা, আমি খাই?

যাদব। আচ্ছা খা, কিন্তু আর যেন খাসনে, বুঝলি? ঝি, খোকাকে নে। এই যে শশি, কচুরি খাচ্ছিস? কে দিলে? ফ্যাল, বলছি—ফ্যাল, ফ্যাল, সদ্য এতে ওলাউঠা হবে, ডাক্তার কনেমারা পষ্ট লিখেছে।

শশির হাত হইতে কচুরি কাড়িয়া নিক্ষেপ—শশির কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

মেজ বোয়ের ঘর, যাদবের প্রবেশ।

যাদব। শুয়ে যে? আহারের ব্যবস্থা কেমন চলছে বল দেখি?

বৌ। তুমি ভাই, যেমন বলেছ।

যাদব। বেশ বেশ,—এবার দেখবে দুদিনে কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। Secretটা কিজান? যে খাদ্য সহজে জীর্ণ করতে পারবে তাই খাবে, হজমেই আমাদের শরীর; যদি বিশ্বাস না কর ত বরঞ্চ তোমাকে ডাক্তার কার্পেণ্টারের ফিজিয়লজি খানা খুলে দেখিয়ে দিই।

বৌ। তার দরকার নেই, তুমি যা বলেছ আমি ঠিক তেমনি করছি।

যাদব। ইনোস ফ্রুট-সল্ট-টা খাচ্ছত? ওতে হজমের একটু help করে—

বৌ। হাঁ।

যাদব। আয়রণ? ওটা একটু জোরাল—

বৌ। খাচ্ছি বই কি?

যাদব। তবে বল বেশ আছ, তোমার আর complain করার কিছুই নেই?

বৌ। হ্যাঁ—তা তা মন্দ নেই কিন্তু গা মাথাটা কেমন ঘুরছে।

যাদব। সে আবার কি? তাহলে নিশ্চয়ই আহারের কোন অনিয়ম হয়ে থাকবে। ও একটা অজীর্ণের লক্ষণ কি না। বোধ করি লুচি খেয়েছ? আমিত বলেছি লুচিটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষ।

বৌ। না ঠাকুর পো, তুমি বলা পর্য্যন্ত লুচি আদতে খাইনি।

যাদব। পাটার মাংসটা বুঝি ছাড়তে পারনি। তোমার ত দেখি লুচি আর মাংস নইলে চলে না।

বৌ। না, মাংসও ছেড়েছি।

যাদব। মাংস একটু খেলে হানি আছে তা নয়, তবে তোমরা যে ঘি মসলা দিয়ে রাঁধ,—তাছাড়া দুধটাও তোমাদের সে সঙ্গে ত বাদ পড়ে না,—মাংস আবার দুধ, বড় খারাপ বড় খারাপ!

বৌ। দুধও ছেড়েছি।

যাদব। তা ভালই,—কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। তবে গা ঘোরাটা কেন হোল? ফল খাও বুঝি? ফলটা বড় বেহজমি—তা জান?

বৌ। না ফল খাইনি।

যাদব। তবে আর ত কোন কারণ দেখছিনে, ওঃ! ফস্‌ফোডাইনটা খাওনি বুঝি?

দাসীর বরফ জল লইয়া প্রবেশ।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! বরফজল! তাই বল! আমি ভেবে মরছি—কেন ওরকম হোল। কি ভয়ানক? নিয়ে যা নিয়ে যা, এ শরীরে বরফ জল খেলে এখনি ইন্‌টেস্‌টাইনের overturn হবে।

দাসী। বৌঠাকরুণ কদিন থেকে কিচ্ছু খাচ্ছে না—অরুচি করেছে, না খেয়ে খেয়ে ঘুরনি রোগে ধরেছে একটু ঠাণ্ডা জল খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে, তাই নিয়ে এনু, খেতে দাও দাদা বাবু।

যাদব। খেতে দেব বই কি! আমি নিজে হাতে বিষ দিই এই ওনার ইচ্ছা! বরফ জল খেয়েই ত গা ঘুরছে। নিয়ে যা বলছি।

বৌ। না ঠাকুরপো, আমি আগে খাইনি এই খেতে যাচ্ছিলুম।

যাদব। অজীর্ণ ত আর অমনি হয়নি, অবিশ্যিই তাহলে আর কিছু কুপথ্যি করছে।

দাসী। না গো না, বৌঠাকরুণ সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দুটি ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় নি।

যাদব। ভাত! শুধু ভাত। দাঁড়া দেখি, তাতে কি প্রপার্টি আছে, ওঃ! বুঝেছি, গা ত ঘুরবেই, ওতে আলকহল আছে কি না। বোধ হচ্ছে পরিমাণে কিছু বেশী হয়ে পড়েছে, একটু বুঝে সুঝে খেও।

বড় বৌয়ের প্রবেশ।

বড়বৌ। ও মেজবৌ, কদিন থেকে তোর মুখে কিছু রুচচে না, এই টাটকা নিমকি ভেজে নিয়ে এলুম দেখ দেখি দুখানা, কেমন লাগে।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! নিমকি। তবেই হয়েছে?

বড়বৌ। তুমিও খাওনা একখানা, দেখ না কেমন হয়েছে।

যাদব। না না ওসব খেতে নেই, অসুখ করে।

বড়বৌ। ডাক্তারির জ্বালায় ত আর বাঁচিনে বাবু, তবে তোমার খেয়ে কাজ নেই, মেজবৌ ধর্ একখানা খা।

যাদব। আচ্ছা কই দেখি? বেশী না কিন্তু একখানা। মন্দ হয় নি, আর একখানা দেখি, না আর দুখানা দাও।

বড়বৌ। এই থালা শুদ্ধ রইল, তোমার যখানা ইচ্ছা খাওনা বাবু।

(একে একে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া)

যাদব। স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, তোমাদের হাতে পড়ে দেখছি আমি শুদ্ধ মারা গেলুম। যাই এক গ্লাস পাইরেটিক স্যালাইন খাইগে।

ভারতী ১২৯৮।

বিবিধ কথা।

প্রেম।

আমরা কাহাকেও যখন ভালবাসি তখনি যে আমাদের ভালবাসার উদয় তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে ভাল বাসিবার বহু পূর্ব্বেই আমরা ভালবাসি। কথাটা শুনিতে কিছু অদ্ভুত কিন্তু তাই বলিয়া অমূলক নয়। ভালবাসিবার আগে ভালবাসার প্রসর অসীম। কোন বস্তুর কাঠাম নির্ম্মিত হইলেই তাহার ছায়াময় অনন্ত পরিসর চলিয়া যায়, তাহা সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে,—সুতরাং ব্যক্তি বিশেষকে ভাল বাসিলে ভালবাসার আয়তন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে ইহারই পরিচয় প্রদান করে। তাহার পূর্ব্বে স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রত্যেক সুদৃশ্য শোভা, প্রত্যেক সঙ্গীত সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রসারিত কল্পনা তরঙ্গ। লতা, পাতা, গাছ, ফুল, সূর্য্য, চন্দ্র সকলেই তখন তাহার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য প্রেমরূপ বিকাশ। বিশ্বের আকাশ তখন তাহার যৌবনস্বপ্নে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং স্বপ্নই তখন তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব। স্বপ্ন জগতের এই কাল্পনিক মূর্ত্তি তখন আমরা জাগ্রতজীবনে ধরিতে পারি না—তাহারা গোলাপ নহে, রং মাত্র. তাহারা দীপ নহে, শুধু আলোক মাত্র, তাহারা মূর্ত্তি নহে কেবল ভাব মাত্র। কেহ কেহ বলেন ইহাই জীবনের চরম সুখের অবস্থা।

২

কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? পরিণতি ভিন্ন সংযতি ভিন্ন প্রকৃত সুখ সম্ভবে না। যখন আমরা ব্যক্তিবিশেষকে বা উদ্দেশ্য বিশেষকে ভাল বাসি তখনই আমাদের ভালবাসার কেন্দ্র গঠিত হয়, তখনি আমাদের বিশৃঙ্খল অসংযত ছায়াময় ভালবাসা জমাট বাঁধিয়া তাহা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিময় সজ্ঞান পরিস্ফুটাকারে উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্ম্মণ্য হইয়া জগতের কার্য্য সাধিত করে। তখন প্রেমের আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায় বটে, তাহার আকাঙ্ক্ষা সংযত হইয়া আসে বটে কিন্তু তাহার জ্যোতি আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একজনকে ভালবাসিলে আমরা জগৎকে ভুলিয়া যাই না, বরঞ্চ কেন্দ্রাবলম্বী সংযত প্রেমে জগৎকে পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় জ্যোতিদানে সমর্থ হই। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, যেমন বাষ্পাবস্থা হইতে জমাট সৌরজগৎ এবং তাহা হইতে আবার তাহার বাষ্পপ্রবণতা সেইরূপ আমাদের ভালবাসাও ছায়াময় হইতে মূর্ত্তিমান্ এবং মূর্ত্তিমান্ হইতে আবার বিশ্বব্যাপী। ইহাতেই ভালবাসার মহত্ত্ব। তবে কেন্দ্রাবলম্বন স্বরূপ না হইয়া সীমার মধ্যেই যে ভালবাসার পর্য্যাবসান সে ভালবাসা নিজের পাশেই নিজে আবদ্ধ। বদ্ধ নদীর ন্যায় তাহা নিজের পক্ষে এবং জগতের পক্ষে সমান অপকারক—তাহাতে কাহারো সুখ নাই সুতরাং মঙ্গল নাই।

৩

ভালবাসা অর্থাৎ ভাল বাসনা করা। আমাদের প্রিয়জনের আমরা মঙ্গল বাসনা করি,—তাই আমরা বলি ভালবাসি। কিন্তু মূলে কথাটা যাহা হইতেই আসুক এখন ভালবাসা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা উহার উপর আরো কিছু। আমি অনেকেরই ভাল ইচ্ছা করিতে পারি—অনেকেরই সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইতে পারি—কিন্তু ভালবাসিতে

পারি একজনকে মাত্র। সুতরাং সহানুভূতি কিম্বা শুভ কামনা করাই ভালবাসা নয়; এ সকল ভালবাসা হইতে অনেক কম। সৌন্দর্য্যের প্রতি যে আমাদের এত আকর্ষণ, তাহার আমরাঅর্থ সৌন্দর্য্য পাইতে চাই—তাহার সহিত মিলিত হইয়া নিজে সুন্দর হইতে চাই। সুতরাং যাহা ভালবাসা—তাহা সহানুভূতি নহে। ভালবাসাতে এ সকলি আছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। এই খানেই ভালবাসা ও সহানুভূতির মর্ম্মগত প্রভেদ। মিলনের স্পৃহা যেখানে যত অধিক সেখানে ভালবাসাও তত গভীর। লোকে বলিবে সে ভালবাসা তত স্বার্থপর মলিন। তাহা নহে, আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া তাঁহাকেও পাইতে চাহি। সুতরাং প্রেমের মলিনতা আকাঙ্ক্ষায় নহে—নিষ্কাম প্রেমই আদর্শ প্রেম নহে—সেই প্রেমই স্বার্থপর যাহাতে আত্মত্যাগ নাই। মিলন আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার একটি অবশ্যম্ভাবী উপাদান মাত্র।

৪

কিন্তু ভালবাসিয়া আমরা যে পাইতে চাই, কি পাইতে চাই? তাহা আমরা নিজেই ঠিক জানি না। আমরা বলি প্রতিদান চাই, হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় চাই—তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ কিছু নাই;—বাস্তবিক কে কাহাকে পাইতে পারে? এ কেবল অপূর্ণ মানবের অদৃশ্য অগোচর কল্পনাময় পরিপূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা।—The desire of the moth for the star. সে আকাঙ্ক্ষা সম্যক পূর্ণ হইবার আমাদের কখনো আশা ভরসা নাই, তাহার অস্পষ্ট ছায়াময় ছবি ধরিবার জন্যই আমরা ব্যগ্র। ভালবাসার সঙ্গে সন্ধ্যার সঙ্গে জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমরা যে সাদৃশ্য দেখিতে পাই তাহার কারণ ইহাদের সৌন্দর্য্য ছায়াময়, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার মত ইহাদের ধরা ছুঁয়া যায় না। যে কবিতা যে কল্পনা যত অপার্থিব তাহাই তত এইরূপ ছায়াময় আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপক।

যোগী ঋষিগণ বলিবেন আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই দুঃখদায়ক অতএব ভাল-বাসা ত্যাগ কর, অথবা নিষ্কামভাবে ভালবাস। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাতে সুখের অংশ আনন্দের অংশও এত অধিক যে ইহার সংমিশ্রণে দুঃখও নিতান্ত কোমল, সহনীয়, উপভোগ্য ভাব ধারণ করে।—একজন কবি তাই কহিয়াছেন—

A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain,—
And resembles sorrow only
As the mist resembles rain.

৫

লোকে ভালবাসে—বাসিয়া ভাবে, তাহার ভালবাসার ব্যক্তিকে কিনিয়া রাখিতেছে। কি নির্ব্বোধ! তুমি ভালবাসিতেছ বলিয়াই যে, তাহার তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, এমন কি কথা! তুমি ভালবাস অতএব তোমার কষ্টের জন্য সে দায়ী, এ কোন্ দেশী যুক্তি? তুমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছ, সেই জন্যই সে তোমার প্রতি হাসিয়া চাহিবে, এ কিরূপ প্রত্যাশা? তুমি আদর চাহ, সে আদর করে না, অতএব সে নিষ্ঠুর! তুমি আদর করিতে যাও, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্রোধ দৃষ্টিতে চাহে; তুমি অপমানিত হইয়া ভাব, সে tyrant; কিন্তু ভাবিয়া দেখ tyrant কে? তুমি ভালবাস বলিয়াই ভালবাসা চাহ ইহা হইতে tyranny কোথায়? যদি ভাল চাও এ কুবুদ্ধি ত্যাগ কর। যদি প্রত্যাশাহীন হইয়া হাসিমুখে ভালবাসিতে পার ত বাস—কাহারো ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, নহিলে মরিয়া পড়—মর, যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু এই এই উপদেশটি মনে রাখিও আপনাকে কাহারও উপর নিক্ষেপ করিও না।

অভাব।

১

ভাব কোথা? অভাবে।

মিলনের অভাব বিরহ,—বিরহে যতখানি প্রেমের ভাব এমন কি মিলনে? যে মিলন বিরহ-ছাড়া নয় অর্থাৎ মিলনকালেও যেখানে বিরহের অনুভাব, সেইখানেই মিলনের যথার্থ তৃপ্তি। বাস্তবিক পক্ষে এ তৃপ্তি মিলনের নহে, যত বিরহের। তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা;
সঙ্গে সৈব যদেকা
ত্রিভুবন মপি তন্ময়ং বিরহে।

তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।

একত্র থাকিব অথচ তাহাকে স্পর্শ করিব না! কি মধুর! কি সুন্দর! কি পবিত্র! বাহিরের মিলনের অভাবে অন্তরের মিলন, কবিই ইহা বুঝেন!

যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে সেই কবিতাই তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ একটি কবিতা পড়িয়া যাহা পড়ি নাই এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া যায়, তখনই কবিতা

পড়িয়া তৃপ্তি হয়, নহিলে যে কবিতায় সেই কবিতা টুকু মাত্র পড়ি, তাহা হইতে আর কোন অভাব হৃদয়ে জাগে না,—তখন সেই অভাবের অভাবে কবিত্বেরই অভাব দেখা যায়।

তাই বলিতেছি বৈষম্যের মধ্যে যেমন সাম্যের, স্বপ্নের মধ্যে যেমন সত্যের অধিষ্ঠান তেমনি অভাবের মধ্যেই ভাব বিরাজমান।

২

স্বপ্নের মধ্যেই সত্য এ বড় বিষম কথা! হইলে কি হয় কথাটি সত্য। সত্য স্বপ্ন জগতের ধন, যাহাকে আমরা সত্য জগৎ বলি তাহার সহিত সত্যের বড় কমই সম্পর্ক। আমরা সত্য-জগৎ বলি কাহাকে? ইন্দ্রিয় জগৎকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি তাহাই আমাদের নিকট সত্য জগৎ। সংসারই আমাদের নিকট সত্য। কিন্তু সংসারে সত্য কোথায়? সংসারে পুণ্যের নামে পাপ, মঙ্গলের নামে অমঙ্গলেরই আধিপত্য, সংসার মিথ্যাতেই জর জর। সংসারে সত্য কেবল স্বপ্নরাজ্যে, কল্পনায়। যদি সত্য দেখিতে চাও তোমাদের ত্যরাজ্য ছাড়িয়া সংসারাতীত ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নরাজ্যে সত্য অনুসন্ধান কর।

৩

অসুখ কাহাকে বলে? অর্থাৎ অভাব। শারীরিক অসুখ শরীরের স্বাস্থ্যের অভাব; মনের অসুখ, আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্তিজনিত অভাব। অনেক সময় মনে হয় এ অভাব, এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইত যদি কেবল অন্যের অনুগ্রহ পাওয়া যাইত। হায়, ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা করিতে যাওয়া! তার চেয়ে মরণ ভাল, এটা কেন লোকে ভাবে না!

জানালার দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছি। দেখিতেছি গাছপালা আকাশের দিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখে মিলনাকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সে জানেনা যে আকাশ তাহারি মধ্যে ব্যাপ্ত! না বুঝিয়া তরুলতা কেবল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে পিপাসিত নেত্রে চাহিয়া আছে! আমরাও ঐরূপ করি। কেবল হাহাকার! কি যে চাই বুঝি বুঝি না? মমতা, করুণা, সহানুভূতি, প্রেম কি আকৃতিময় বস্তু যে তাহাকে ধরিতে চাওয়া? সে ত সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তবে কেন? শুধু কটাক্ষের জন্য, শুধু কথার জন্য, শুধু ভাষার জন্য, শুধু প্রকাশিত ভাবের জন্য ব্যাকুলতা!

৪

সূর্য্যমুখী সকালে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ফুটে, তাহার পর সমস্ত দিন সূর্য্যের আশায় থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা হতাশ্বাস-ভাবে নিম্নমুখী হইয়া ঝরিয়া পড়ে। কতকগুলো মানুষ তেমনি জগতে আছে, যাহারা সারা জীবন যে মুখ দর্শন প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে সে মুখ আর তাহার দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফেরে না। কিন্তু গোলাপ জুঁই প্রভৃতির মত কতকগুলি ফুল আছে যাহাদের সকলেই আদর করিয়া বুকে পরে। ইহাই সংসারের নিয়ম। তবে সূর্য্যমুখী কাঁদিয়া মরে কেন? সহস্র ক্রন্দনেও সে ত আর গোলাপ হইয়া ফুটিবে না? সূর্য্যমুখী সে চিরদিন সূর্য্যমুখীই থাকিবে।

নৈরাশ্য।

১

পৃথিবী একটা নীরব দুঃখ নাট্য। মনুষ্যের প্রত্যেক বাসনা, অনুভূতি, প্রত্যেক হৃদ্‌কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখাভিনয় হইতেছে ইহা জানাও যা অঙ্কুর উদ্গমের শব্দ শোনাও তা। যদি আমরা

অন্যের দুঃখ নিজের মত করিয়া অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পৃথিবী হয় স্বর্গ নয় নরক হইয়া উঠিত।

২

আমাদের জীবন তৃতীয় খণ্ড উপন্যাসের মধ্যভাগ। গোড়া নাই আগা নাই—মাঝের খানিকটা; আর ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই কল্পনা। এই অবোধ-গম্য রহস্যের মধ্যে যে একটা বিস্ময় ঔৎসুক্য আছে তাহাতেই জীবনের জীবনত্ব; যখনি সে ঔৎসুক্য দূর হইবে, অনুধাবনা শেষ হইবে, তখনি আমাদের সুখ দুঃখের অবসান—তখনি নির্ব্বাণ। সুতরাং পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টিতে নাই, স্রষ্টারই তাহা একমাত্র উপাদান।

৩

যদি আমরা আমাদের কাতর আর্ত্তনাদের সময় চারিদিক প্রফুল্ল দেখি—তাহা হইলে তখন আমাদের হৃদয় আরো শুষ্ক হইয়া যায়; সে প্রফুল্লতা কেবল মরুর প্রজ্বলন্ত হাসি বলিয়া মনে হয়, আমরা তখন মৃত্যুকে এক মাত্র বন্ধু বলিয়া তাহারই ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই! কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সংসার unsympathetic নয়, সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না; তবে মিথ্যার ভ্রমে পড়িয়া যাহারা কাঁদে—যেমন শিশুর চাঁদের জন্য ক্রন্দন—তাহারি অদৃষ্টে সহানুভূতি নাই। কিন্তু বাসনা মিথ্যা হইলেও কষ্ট মিথ্যা নহে। শিশু যদি তাহার অকারণ কষ্টেও মাতার স্নেহসান্ত্বনা না পায়, তাহা হইলে কাঁদিয়া তাহার জীবন শেষ হইতে পারে: আর আমরা ত জীবনে প্রতিদিনই দেখিতেছি, সহানুভূতির অভাবে মানুষ নিঃশব্দে জীবন ত্যাগ করিতেছে। তবে কি করিয়া বল সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না?

৪

স্থির নিরাশা ভাল না সন্দেহ ভাল? সন্দেহে আশা আছে, কিন্তু নিরাশা আশাহীন,—তবুও নিরাশা ভাল, কেননা সন্দেহে যে আশা

আছে তাহা নিরাশা হইতেও ভয়ানক। জর্জ্জ এলিয়টের কথায়—What we often call despair is nothing but the strained eagerness of unfed hope. এই ক্ষুধার্ত্ত আশা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তফাৎ এই যে, একটা কষ্টের মধ্যে মুক্তি, অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য অদৃষ্টের প্রতি নির্ভরবল; আর একটা কুলকিনারাহীন যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ। লোকে যখন খেলায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করে তখন হৃদ্‌কম্পমান অবস্থায় যেমন হার জিতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, বাজি হারিয়া গেলে তাহা হইতে অনেক প্রশান্ত হইয়া আসে। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়েই জুয়া খেলিতেছি,—সময়ে সময়ে সামান্য জিনিষের জন্য আমাদের সমস্ত সুখ শান্তি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পণ রাখিতেছি, কিন্তু হাত উঠিয়া গেলে যখন দেখি আমরা সর্ব্বস্বান্ত, তখন রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে তাহারা পাগল, কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্ততঃ অর্দ্ধেক—নারীজাতি!

৫

সবাই মুখে বলে বটে প্রাণের মত মূল্যবান বস্তু আর কিছু নাই, অথচ প্রাণটাই লোকে যেমন কথায় কথায় অন্যকে দিয়া ফেলে এমন অন্য কিছু ত দিতে দেখি না। আমার একজন বন্ধুর নিকট চাঁদা চাহায় তিনি বেশ উত্তর দিয়াছিলেন—‘টাকা ত আর প্রাণ নয় যে চাহিবা মাত্র দিয়া ফেলিব।” ঠিক কথা। মৃত্যু লোকে যেমন কঠিন ভাবে আসলে তেমন নয়। আমরা বাঁচিয়া থাকি কেবল মরিবার আশায়।

৬

আঃ কি প্রশান্তি! মৃত-মুখ কি প্রশান্ত! সংসারে প্রার্থনা করার কিছু নাই, আদরণীয় কিছু নাই, কেবল মৃত্যু! মুহূর্ত্তে সকল জালা

যন্ত্রণার অবসান। আচ্ছা, জ্বালা যন্ত্রণা? সংসারে কি আনন্দ নাই? আছে মৃত্যুতে। সেই আনন্দের ছায়া মাত্র জীবনে অনুভব করা যায়। যদি অত আনন্দ সম্মুখে, যদি অত প্রশান্তি সম্মুখে তাহা হইলে কষ্টই বা কেন? এ সমস্তই দু দিনের জন্য, তাহার পর চিরনির্ব্বাণ! দুদিনের জন্য কেন হিংসা দ্বেষ, কেন মানাভিমান, কেন অহংকার, কেন বাসনা কামনা? প্রশান্তি, আনন্দ—পূর্ণানন্দ আমাদের সম্মুখে বিরাজিত! আর সমস্ত ভুলিয়া যাও, কেবল মৃত্যুর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান কর।

কাজ।

১

ছোট নহিলে বড় হয় না, ছোট আগে বড় পিছে। তিল হইতে তাল হয়, কিন্তু একেবারেই তালটা হইয়া উঠিবার খুব কমই সম্ভাবনা।

তবে ছোট কাজের, অল্প কাজের এত অনাদর কেন? যাহারা এতটুক কাজ করিতেছে তাহারাও কাজ করিতেছে, আর যিনি প্রকাণ্ড একটা কাজ করিবার আশায় চুপ করিয়া বসিয়া ঐ ছোট কাজগুলির দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঁকড়িয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন 'ভারী ত কাজ,' তাঁহার কাজ হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

পাখীরা যখন বাসা করে এক একটি ক্ষুদ্র কুটা বহন করিয়া আনে, কুটা কুড়াইতে যাহার লজ্জা সে কি কোন জন্মে বাসা বানাইতে পারে! তাই বলিতেছি ছোট কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিও না, মহৎ উদ্দেশ্য চোখের সামনে ধরিয়া ছোট হইতে আরম্ভ কর, বড় আপনা হইতে হইবে—না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

"সিদ্ধি নহে মানুষের আজ্ঞায় অধীন,
বিফল হতেই পারে হৃদয় যতন,

তা বলে মানুষ কি গো হবে লক্ষ্যহীন ?
শুধুই কি স্বপনেতে কাটাবে জীবন !
উদ্দেশ্যে দোষিব কি গো সিদ্ধির শিখরে
উঠিবারে আমি আজ বিফল বলিয়া ?
পর্ব্বতের পদতলে থাকি যদি মরে,
অন্যেত উঠিতে পারে উপরে চড়িয়া !

২

যেখানে কম কাজ সেই খানেই বৃথা গর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেখিতেছি উল্টা। আমাদের যেমন লম্বা চৌড়া গর্ব্ব—তেমনি লম্বা চৌড়া কাজ। ছোট কাজের ভার আমরা বহিতে পারি না, বড় কাজের বেলুনের মধ্যে চড়িয়া সর্ব্বদা আপনাকে উড়াইয়া লইয়া চলি। আমরা নিজের কুসংস্কার দূর করিতে চাহি না, পরের কুসংস্কারের প্রতি সদাই দৃষ্টি রাখি, ঘরের অজ্ঞানতা দূর করিতে আমাদের আদপে প্রয়াস নাই, পরের অজ্ঞান তিমির দূর করিতে আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত ! তাই কাজের ভিড় আমাদের বড় বেশী। একটি গল্প আছে এক জনের বাগানের একটি গাছে অত্যন্ত মুকুল ধরিত, কিন্তু ফল কিছুই হইত না, ইহা দেখিয়া তাহার বন্ধু পরামর্শ দিলেন "গাছটির কতকগুলি শাখা কাটিয়া ফেল, মুকুল কম ধরিবে—কিন্তু সেই মুকুলে ফল ফলিবে। তাহাই হইল। আমাদেরও কাজ বড় বেশী রকম ফলাও হইয়া পড়িয়াছে—কিছু কমান আবশ্যক।

৩

একজন ধোবার একটি গাধা ছিল। নদীর কিনারায় একখানি জেলে-নৌকা ছিল, গাধা নদীতে জল খাইবার জন্য নৌকাখানিতে যেমন লাফাইয়া পড়িল—নৌকাখানি অমনি ভাসিয়া গেল। এইরূপ

নৌকা ও গাধা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া ত গঙ্গাযাত্রা করিলেন আর এদিকে ধোবা ও জেলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ করিল। ধোপা বলিল, "তোর দোষে আমার গাধা গেল, তুই কেন নৌকা অমন আলগা করিয়া বাঁধিয়াছিলি ?"

জেলে বলিল—"তোর দোষে আমার নৌকা গেল, তোর গাধা আমার নৌকায় না চড়িলে ত আর আমার নৌকা যাইত না।"

এখন দোষ কার ? দোষ যাহারই হৌক—প্রত্যেকেই যদি আপনার দোষ বুঝিয়া ভবিষ্যতে তাহা হইতে সাবধান হইতে চেষ্টা করে—তাহা হইলে কাজ অনেক সোজা হইয়া আসে, কাজের বোঝাও হালকা হইয়া পড়ে। কিন্তু উল্লিখিত ধোবা ও গাধার মত আমরা কেহ নিজের দোষ দেখি না, কেবল পরস্পরকে দোষারোপ করি মাত্র, তাই আমাদের কাজের কিছু অভাব নাই, কিন্তু কাজও কিছু হয় না।

৪

গ্লিন ডাউয়ার। আমি বলিতেছি—গভীর সমুদ্রের ভূত আমি ডাকিতে পারি।

হটস্পার। কে না পারে ? আমিও পারি, প্রত্যেক মানুষেই পারে। কিন্তু তুমি ডাকিলে তাহারা কি আসিবে ?

গ্লিন ডাউয়ার। আমি বলিতেছি—ভূতকে কি করিয়া আজ্ঞা করিতে হয় আমি তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি।

হটস্পার। আর সত্য কথা বলিয়া কিরূপে ভূত তাড়াইতে হয় আমি তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি। সত্য কথা বলিলেই ভূত লজ্জায় পলাইবে। যদি ভূতকে জাগাইতে তোমার ক্ষমতা থাকে—তাহাকে এখানে আন—আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি

তাহাকে লজ্জা দিয়া এখান হইতে তাড়াইব। যতদিন বাঁচিয়া থাক সত্য কথা বল, আর ভূতকে লজ্জা দাও।

* * *

আমরাও গ্রিন ডাওয়ারের মত অবিরত বৃথা গল্প দ্বারা ভূত ডাকিতেছি, কিন্তু তফাৎ এই, কেহ সত্য কথা বলিলে আমরা ভূত ছাড়া হই না। আমাদের ভূতের লজ্জা নাই।

৫

জীবনের বাকী কখনো পুরে না। বাকীতেই জীবন। মুহূর্ত্তের বাকী পুরাইতে দিবস, দিবসের বাকী পুরাইতে মাস, মাসের বাকী পুরাইতে বৎসর চলিয়া যায়। এইরূপে ক্ষুদ্র বাকীর স্থলে কেবল অসংখ্য বাকী জমা হইতে থাকে, জীবনের বাকী পুরাইতে শেষে জীবনটাই বাকী পড়িয়া যায়। সেই ভাগ্যবান যাহার জীবনের মুহূর্ত্তও বাকী পড়ে নাই।

৬

সেণ্ট ফিলিপ নেরি রোমের রাস্তায় একজন যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বিদেশী যুবক, আমাকে বল তুমি কেন রোমে আসিয়াছ?

যুবক। মহাশয়, আমি পণ্ডিত হইতে আসিয়াছি।

ফিলিপ। যখন তুমি পণ্ডিত হইবে তখন কি করিবে?

যুবক। আমি এক জন পাদরি হইতে ইচ্ছা করি।

ফিলিপ। মনে কর তুমি হইলে—তাহার পর?

যুবক। তার পর আমি উচ্চ কানন হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা তাহাই যেন হইলে? তার পর?

যুবক। তারপর? আমি এক জন বিসপও হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা তাহাই হউক, তারপর?

যুবক। কার্ডিনেল তাহা অপেক্ষাও উচ্চ পদ—ওরূপ সৌভাগ্যও আমার হইতে পারে।

ফিলিপ। অনুমান কর তাহাই হইল, তারপর?

যুবক। কে বলিতে পারে—আমি এক জন পোপই বা কেন না হইব?

ফিলিপ। বেশ—পোপের দণ্ড, লাল টুপি, আর ত্রিকোণ মুকুট যেন ধারণ করিলে, তারপর?

যু। এই পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ বাসনা আর কিছু দেখিতেছি না। ঈশ্বর যতদিন এই পদমর্য্যাদা উপভোগ করিতে দিবেন তাহা করিয়া তাহার পর আমাকে মরিতে হইবে।

তখন সেণ্ট নেরি বলিলেন—

What! must you die? fond
Youth! and at the best
But wish and hope and may be all the rest!
Take my advice—whatever may betide,
For that which must be, first of all provide,
Then think of that which may be, and indeed,
When well prepared who knows what may succeed?
But you may be as you are pleased to hope
Priest, canon, bishop, cardinal and pope.

সিদ্ধি।

নদীতীরে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম, তরঙ্গগুলি কতনা আকুল ভাবে তীরে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে,। তাহাদের প্রাণের দুরন্ত বাসনা ঐ শ্যাম-সুন্দর দুর্কামর তীরে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া থাকে। নিষ্ঠুর চরণ আঘাতে উপকূল তাহাদিগকে যতই দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, ততই আবার আবার, ঘুরিয়া ফিরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই চরণে আসিয়া তাহারা মাথা কোটাকুটি করিতেছে; আর অটল গম্ভীর লক্ষেপ হীন নেত্রে নিষ্ঠুর উপকূল তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে, কটাক্ষে শত শত তরঙ্গ-হৃদয় চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া আপনার মহিমায় আপনি অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। আমিও, অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম; প্রাণের এ দারুণ বাসনা কেন উহাদের পূরে না, কত যুগযুগান্তর হইতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণপণ করিয়াও কেন তবে উহাদের ইচ্ছা সফল হয় না? সেই দিন বুঝিলাম ইচ্ছা কথাটার অর্থ আমরা ভুল বুঝি, যাহা বাসনা তাহা ইচ্ছা নহে, ইচ্ছায় আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, কিন্তু বাসনায় তাহা পারি না।—অনেক দিন পূর্ব্বে ফরাসিস দার্শনিক এলিফাশ লিবাইএর এই কথাগুলি পড়িয়াছিলাম, The will accomplishes everything which it does not desire. সেই দিন কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল, সেই দিন ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, পূর্ব্বে ঐ কথাগুলি একটা যেন অর্থ শূন্য হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আগে যখন সকলের মুখে শুনিতাম ইচ্ছাই সিদ্ধিলাভের উপায়—তখন ভাবিতাম—সত্য বটে ইচ্ছা না থাকিলে কিছু হয় না, কিন্তু ইচ্ছা

থাকিয়াই বা আমরা কয়টা কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করি? সেই দিন বুঝিলাম, প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। তবে যে অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখি—সে কেবল বাসনাকে আমরা ইচ্ছা বলিয়া ভুল বুঝি এই জন্য। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করা যেমন দারুণ ভ্রম বাসনাকে ইচ্ছা মনে করা তেমনি। বাস্তবিক পক্ষে ইচ্ছা ও বাসনা দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। ইচ্ছার সহিত বাসনা মিশাইয়া দেখ—তখনি সে ইচ্ছার কার্য্যকারিতা কমিয়া যাইবে। যেখানে বাসনার যত প্রভাব সেখানে ইচ্ছার বল তত অল্প। তাই বলিতেছি, সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে বাসনাহীন ইচ্ছা চাই, না চাহিয়া চাহা চাই। কথাটা শুনিতে বিপরীত শুনায় বটে, কিন্তু আমার কাছে সেইদিন ইহা অঙ্ক-শাস্ত্রের সমস্যার মত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখন কথা এই—ইচ্ছা যদি বাসনা না হয় ত তাহা কি? আমি ত বলি ইচ্ছা আর কিছুই নহে, কেন্দ্রা-কর্ষণী শক্তি, যাহাতে নিজের দিকে আমরা সকলকে টানিতেছি; আর বাসনা কেন্দ্রাতিগ শক্তি, যে শক্তি আমাদিগকে নিজের কাছ হইতে অন্যের দিকে লইয়া যাইতেছে; কাজেই ইচ্ছা ও বাসনার সংগ্রামে যাহার বল অধিক সেই জয়ী হইবে। যখন বাসনার বিন্দুমাত্র না রাখিয়া আমরা ইচ্ছা করিতে পারিব, তখনই আমরা ইচ্ছা মাত্রে সিদ্ধি পাইব।

বাসনা—অর্থাৎ আমি টানিতেছি না—আমাকে অন্যে টানিতেছে। আমি ধনের বাসনা করি, অর্থাৎ ধন আমাকে তাহার দিকে টানি-তেছে। আমার প্রতি তাহার এই আকর্ষণের যতই প্রভাব বাড়িতেছে, অর্থাৎ আমার ধনের বাসনা যতই বাড়িতেছে, ততই আমার নিজের তাহার উপর আকর্ষণশক্তি কমিয়া পড়িতেছে—অবশেষে সূর্য্যাকৃষ্ট একটা শক্তিহীন গ্রহের মত তাহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সবলে যখন

তাহার উপর ছুটিয়া আসিয়া পড়িতেছি—তখনও সে আমাকে গ্রহণ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে—ঘৃণার সহিত আবার দূরে ফেলিয়া দিতেছে।

প্রকৃতির এই এক মহা নিয়ম—যে যতটা বলে আকৃষ্ট হইবে—ততটা বলে যদি সে আকর্ষণ করিতে না পারে—ত তাহায় দুঃখ অনিবার্য্য। তাই ঐ তরঙ্গগুলির মত কত শত হৃদয় তাহাদের নিষ্ঠুর প্রণয়ীর চরণে সমস্ত হৃদয় বলিদান দিয়াও কেবল মাত্র ভ্রূকুটী উপহার পাইতেছে, কত দূরাকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষার আরাধনা করিয়া তাহার পদতলে শুধু দলিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা যে পথে যাইতে চাহে তাহার উল্টাই চলিতেছে—যাহার নিকট প্রতিপদে অগ্রসর হইতে চাহে প্রতিপদে তাহার নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে! যে নিয়মে ধূলাটি হইতে সূর্য্য নক্ষত্র পরিচালিত, সেই নিয়মেই এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্যকে তুমি দোষী করিতে পার না, নিজের অক্ষমতা, নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অজ্ঞতাই তোমার এ কষ্টের কারণ। সেই জন্য বলিতেছি যাহা চাও তাহা চাহিও না। তাহা হইলেই তাহা পাইবে—অর্থাৎ যাহা সিদ্ধি ইচ্ছা কর—তাহা কামনা পরবশ হইয়া ইচ্ছা করিও না, অথবা যা একই কথা—যাহা চাও তাহাকে আকর্ষণ কর—তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইও না—তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিবে। এক আকর্ষণেই বিশ্বসংসার চলিতেছে—তুমি এই যে ক্ষুদ্র—তুমিও বিশ্বসংসারকে আকর্ষণে বাঁধিয়াছ, এমন কি একটা অতি ক্ষুদ্রতম অণুও প্রতিক্ষণে সমস্ত বিশ্বের উপর আকর্ষণ বল নিক্ষেপ করিতেছে—তবে কি না বিশ্বসংসারের একত্রীভূত বল এত অধিক যে তাহার নিকট তোমার আকর্ষণ অতি সামান্য হইয়া পড়িয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি অন্যের আকর্ষণের অতীত হইতে পারিবে—সেই মুহূর্ত্তে তোমার আকর্ষণ বল বিশ্বসংসার ছাড়াইয়া উঠিবে। তখন তোমার আকর্ষণের যে

কত প্রভূত ক্ষমতা হইবে—তাহা এখন কল্পনাতেও আনা যায় না; এই আকর্ষণাতীত অবস্থাই যোগী ঋষির সমাধি অবস্থা, কৈবল্যাবস্থা; তখনি পূর্ণ জ্ঞানের উদয়,—যাহার অতীত কোন লাভ নাই—তখনি সেই পরব্রহ্ম লাভ হয়। সংযম—কাহাকে বলে? যখন আমার আকর্ষণ বল বিশ্বসংসারের উপর অধিক—অর্থাৎ বিশ্বসংসার যখন আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না আমি তাহাকে আকর্ষণ করিতেছি তখনি আমি সংযত। সুতরাং সংযত অবস্থাতে যে ইচ্ছার প্রভূত শক্তি হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সেই জন্যই স্বার্থ যথার্থ স্বার্থের প্রতিবন্ধক, বাসনা ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী, সিদ্ধিলাভের বিঘ্ন। এই জন্যই আর্য্য মহাত্মাগণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন—কেন না নিষ্কাম না হইলে ধর্ম্ম লাভই ঘটে না।

মায়া।

মায়া আর কিছুই নহে, গতিই সংসারে মায়া। এই পরিবর্ত্তন শীল মায়াময় জগতে এক মুহূর্ত্তে যাহা আছে, অন্য মুহূর্ত্তে তাহা নাই; এমন কি তোমার নিজের অস্তিত্বও তোমার নিকট সর্ব্বে সর্ব্বা অক্ষুণ্ণ সত্য নহে, আজ তোমার যা আছে, আজ তুমি যা আছ কাল তাহা ঠিক থাকিবে কিনা সন্দেহ; আর এক দিন যে বেঠিক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয়ই, কেননা তোমার অস্তিত্বেও গতি বহিতেছে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, জগৎসংসারে আর সকলি নশ্বর, মিথ্যা, স্থায়ী সত্য কেবল তাহার মায়াটুকু অর্থাৎ তাহার গতি; এই গতিতেই একমাত্র ইহার স্থিতি।

তুমি আজ যাহা আছ কাল তাহা থাকিবেনা ইহাও যেমন সত্য তোমাতে যে গতি বর্ত্তমান তাহা সর্ব্বকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অর্থাৎ

গতিরূপে তুমি চির বিরাজিত থাকিবে ইহাও তেমনি সত্য। অন্য-কথায় তোমার কিছুই চিরকাল একইরূপ থাকিবেনা, অথচ তোমার কিছুই বিনষ্ট হইবেনা। চেতন অচেতন সকল পদার্থই এই নিয়মের অন্তর্গত। বস্তুতঃ জড় ও জীবন্ত পদার্থের মূলগত, বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য আর কিছুই নাই, গতির মাত্রাভেদে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিকাশ মাত্র। সূর্য্যালোকে যেমন তাহার তরঙ্গ বেগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উদয়, সেইরূপ গতির মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ গতি, অর্থাৎ নিজে গতি হইয়া যাহা অন্য গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাই চেতনা বা বুদ্ধি শক্তি। তোমার ক্ষুদ্র জড়শক্তি তোমার দেহ, তোমার সচেতন বুদ্ধি শক্তি দ্বারা চালিত; আর উক্ত চেতনাচেতন ক্ষুদ্র শক্তিকণা সমস্ত বিশ্ব নিহিত যে মহান সমষ্টি বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতেছে তাহাই জগতের পরাবুদ্ধি ব্রহ্মশক্তি। এইরূপে অনন্ত গতিতে অনন্ত স্থিতি, অনন্ত মায়াতে অনন্ত সত্য বিরাজমান। ইহাই মায়াবাদের নিগূঢ় তত্ত্ব।

যাঁহারা অন্যরূপ মনে করেন, যাঁহারা ভাবেন, সংসার অবহেলা করিতে পারিলেই, সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই, মায়ামুক্ত হইতে পারিবেন, তাঁহারা নিতান্তই মায়া কথা ভাবেন। কেননা তাহাতে কাহারো সাধ্য নাই, সহস্র চেষ্টাতেও কেহ আপনাকে সংসার হইতে লোপ করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ নিজের গতি রোধ করিতে পারিবেন না, কেবল স্রোতের বিমুখে চলিতে গিয়া পরাজিত দুর্ব্বল আত্মহারা হইয়া অবশেষে সবল দ্রুতগতির সমষ্টিভুক্ত হইয়া রূপান্তরিত হইবেন মাত্র।